দাম : দশ টাকা

উত্তরাখণ্ড-গোয়ায় সুবিধাজনক অবস্থায়, পঞ্জাব-মণিপুরে লড়াইয়ে বিজেপি

পৃঃ - ১৬

স্বস্তিকা

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে দেশের সমস্ত নাগরিক পাবেন সমান বিচার

পৃঃ - ২৯

৬৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।। ২৩ মাঘ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন

বিজেপির সম্ভাবনা উজ্জ্বল

উত্তরপ্রদেশ (মোট আসন ৪০৩), উত্তরাখণ্ড (মোট আসন ৭০), পঞ্জাব (মোট আসন ১১৭)
গোয়া (মোট আসন ৪০), মণিপুর (মোট আসন ৬০)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ২৩ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৬ ফেব্রুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

সেকুলারবাদী রাজনীতির কাছে নতিস্বীকার করায় আজ ভারতের মাটি জেহাদিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৯

খোলা চিঠি : গান্ধী, যাদব, মোদী— তিন পরিবারের এক উঠোন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

পাঁচ রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১২

উত্তরপ্রদেশ : বিজেপির সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৪

উত্তরাখণ্ড-গোয়ায় সুবিধাজনক অবস্থায়, পঞ্জাব-মণিপুরে লড়াইয়ে বিজেপি ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৬

নিরুক্তকার যাস্ক ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ২১

হিন্দু ধর্মের পরিচয়পত্র ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২২

মহাভারতের অপ্রধান চরিত্র সুভদ্রা ▯ দেবীপ্রসাদ মজুমদার ▯ ২৩

রাজধানী দিল্লির এক শীতের সন্ধ্যা : নৈশভোজের টেবিলে ডাল ও ইতালিয়ান পাস্তা সহযোগে একটি অসম্ভব কথপোকথন ▯ চেতন ভগত ▯ ২৭

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে দেশের প্রত্যেক নাগরিক পাবেন সমান বিচার ▯ বিনয়ভূষণ দাস ▯ ২৯

বিকাশের পথে হিমাচলের কানারথু ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৯▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
১৩ ফেব্রুয়ারি
২০১৭

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৩ ফেব্রুয়ারি
২০১৭

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাজেট ২০১৭-১৮

দেশের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি নীতি নির্ধারণে বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সংসদে আগামী আর্থিক বর্ষের বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট নিয়েই এবারে লিখেছেন— শেখর সেনগুপ্ত, অম্লানকুসুম ঘোষ, কুণাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি আইন

ভাঙড়ের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী আরও একটি আইন জারি করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই রাজ্যে পরপর কয়েকটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিবার পর তাহা রোধ করিতে কিছুদিন আগেই একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই আইনে পথ দুর্ঘটনায় কেহ নিহত হইলে গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে হত্যার এবং আহত হইলে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যে আইনটি জারি করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে আন্দোলনের নামে ব্যক্তিগত বা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করিলে ধ্বংসকারীকে তাহার মাশুল গুনিতে হইবে—এই শর্ত রাখা হইয়াছে।

ঘটনা হইল, এই ঘোষণার একদিন পরই বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানায় আন্দোলনের নামে ভাঙচুর করা হইয়াছে, আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘটনা এমনই শোচনীয় যে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনেই পুলিশ ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দিনের অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে আরও একটি আইন প্রণয়ন করিয়া আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে কি? আমাদের দেশে হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ রোধ করিবার জন্য ইতিপূর্বেই বেশ কয়েকটি আইন প্রণীত হইয়াছে। যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অব ডিফেসমেন্ট অব প্রপার্টিজ অ্যাক্ট নামে একটি আইন এই রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া কার্যকর রহিয়াছে। ১৯৭৬ সালে ওই আইনে কোনো সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির উপর লেখালেখি প্রভৃতি করিয়া নষ্ট করিবার জন্য শাস্তির বিধান রহিয়াছে। ওই আইনে ছয়মাস পর্যন্ত জেল এবং এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা আছে। রাজ্যের এই আইনটি ব্যতীত একটি কেন্দ্রীয় আইনও রহিয়াছে। ১৯৮৪ সালের ওই আইনটির নাম 'প্রিভেনশন অব ড্যামেজ টু পাবলিক প্রপার্টি অ্যাক্ট'। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি সম্পত্তি ছাড়াও পুরসভা ও পঞ্চায়েতের মতো স্বশাসিত সংস্থা, কোম্পানি আইনের ৬১৭ ধারায় তৈরি সংস্থা, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা প্রভৃতির স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি এই আইনের আওতায় পড়ে।

দেখা যাইতেছে এইসব আইন থাকা সত্ত্বেও অপরাধের ঘটনা কিন্তু কমিয়া যায় নাই। শুধু আইনের মাধ্যমে এইসব ঘটনা বা দুর্ঘটনা রোখা সম্ভব হইয়াছে কি? আজ পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনের নামে যাহা চলিতেছে, যে রাজ্যে দাবি আদায়ের জন্য বিধানসভায় পর্যন্ত ভাঙচুর হয়, সেখানে আরও একটি নতুন আইন প্রণয়ন করিয়া কী হইবে? কোনো পথ দুর্ঘটনা ঘটিলে মানুষ রাস্তায় নামিয়া পড়ে, কোনো ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই ভাঙচুর শুরু করিয়া দেয়। ট্রেনের ধাক্কায় কেহ নিহত হইলে স্টেশনচত্বরে ভাঙচুর শুরু হইয়া যায়। তাই শুধু আইন তৈরি করিয়া কাজের কাজ কিছু হইবে না। যাহারা সম্পত্তি ধ্বংস করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। রঙ দেখিলে চলিবে না। আউশগ্রামে যাহারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করিয়াছে তাহাদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে কি? বর্তমান আইন মোতাবেকই তাহাদের এই ক্ষতির মাশুল গুণিতে বাধ্য করা হইবে কি? এই ঘটনায় সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে তৃণমূল সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলিতেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে কে বিচার করিবে? পুলিশ তো নিজেই ভীতসন্ত্রস্ত। তাই আইন নয়, এইসব অপরাধ বন্ধ করিবার জন্য চাই সুদৃঢ় সদিচ্ছা।

সুভাষিতম্

নির্গুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।

অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা অভোগেন হতং ধনম্।। (চাণক্যনীতি)

নির্গুণের রূপ নষ্ট, দুশ্চরিত্রের বংশ নষ্ট, অসিদ্ধের বিদ্যা নষ্ট, ভালো কাজে ব্যয় বিনা ধন নষ্ট।

পুরুলিয়ার গ্রামে ডিজিটাল যুগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দূরত্ব কলকাতা থেকে ৩৫০ কিলোমিটারের কিছু বেশি। প্রধান যে রাস্তাটি নিকটবর্তী স্টেশন থেকে সোজা গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে, তার অবস্থা কহতব্য নয়। গাড়িতে গেলে হাড়ে-হাড়ে যে ঠোকাঠুকি লাগে তাতে অনেকেই ভিরমি খাবেন। বাসিন্দা মূলত সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ এবং অন্যান্য পিছড়েবর্গ। কোনোভাবেই তাদের 'স্মার্ট' বলা যাবে না। তবুও, একদা মাওবাদী-অধ্যুষিত পুরুলিয়ার দিঘি নামক গ্রামটি কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল অপটিক্যাল

দিঘি পঞ্চায়েত অফিসে ল্যাপটপে কাজ করছেন যুবকরা।

ফাইবার নেটওয়ার্ক প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ১০০ শতাংশ ব্রডব্যান্ড যোগাযোগ সম্পন্ন ডিজিটাল গ্রাম হতে চলেছে। প্রায় নিরক্ষর গ্রামবাসী আগে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতেন এখন তাঁরাই ওয়াই-ফাই সংযোগ নিয়ে কথা বলছেন।

গত বছর, ৩২টি গ্রাম-পঞ্চায়েতকে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় এনে গুজরাটের খেদব্রহ্মা দেশের প্রথম জনজাতি-তালুক হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়াও বোধহয় সেই যুগান্তর থেকে বেশি দূরে নেই। দু'বছর আগে মাওবাদী-অধ্যুষিত গ্রামটিতে ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক প্রকল্পের অধীনে অপটিক্যাল ফাইবার বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। সেই সময় অনেকেই ভেবেছিলেন এই কাজ শেষ করা কার্যত অসম্ভব। অসুবিধার প্রথম কারণ পুরুলিয়ার পাথুরে মাটি। এর সঙ্গে রয়েছে মাওবাদীদের চোরাগোপ্তা আক্রমণের ভয়। কাজ যখন প্রায় শেষ, সবাই বলছেন, এত বিশাল-বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ইন্টারনেট-নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এর আগে সারা পৃথিবীতে কোথাও হয়নি। পুরোপুরি ডিজিটাল যুগ শুরু হয়ে যাবার পর দিঘি কী কী সুবিধে পাবে? কেন্দ্রীয় সরকার যে লক্ষ্য স্থির করেছে তাতে রয়েছে, ওয়াই-ফাই জোন তৈরি করা, সিমকার্ড ছাড়া মোবাইল যোগাযোগ, প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে টেলিমেডিসিন সংযোগ এবং ক্যাশলেস বাজার তৈরি। দিঘি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান কামদেব মাহাতো বলেন, 'আমাদের গ্রামের সবাই নতুন আর্থিক সুযোগসুবিধার দিকে তাকিয়ে আছে। উন্নতি করার সব সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে চাই।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝকঝকে নতুন অফিস, ভেতরে কর্মীরা যে যার ল্যাপটপে কাজ করছেন— দিঘিতে সদ্য আসা ডিজিটাল যুগের এটাই সর্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন। পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই কানাডা ব্যাঙ্কের সদ্যনির্মিত অফিস ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শীঘ্রই ব্যাঙ্কে গ্রাম এটিএম সার্ভিস চালু করে দেবে। ঘন জঙ্গলে ঘেরা প্রত্যন্ত গ্রাম দিঘি যে অচিরেই রাজ্যের আরও ৪০টি নির্মীয়মাণ স্মার্ট গ্রামের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিএসএনএলের বেঙ্গল সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার রবীন্দ্রনাথ ঝা বলেন, 'একটা শহরকে ডিজিটাল করে তোলা সহজ, কিন্তু একটি জনজাতিদের গ্রাম তাও আবার মাওবাদী-অধ্যুষিত— তাকে ডিজিটাল করে তোলা অত সহজ নয়। আমরা সেই কঠিন কাজটাই করতে পেরেছি। এর জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে তো বটেই, রাজ্য সরকারকেও একইসঙ্গে ধন্যবাদ দিতে চাই।'

হিন্দু বিবাহ কোনো চুক্তি নয় : দিল্লি হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হলে তা গার্হস্থ্য ধর্মপালনের শপথে রূপান্তরিত হয়। এই বিবাহ কোনোভাবেই চুক্তিমাত্র নয়। সম্প্রতি নিম্ন আদালত এক ভদ্রমহিলার বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করায় তিনি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মূল সমস্যাটি মহিলার চাকরির আবেদনকে কেন্দ্র করে। স্বামীর মৃত্যুর পর ওই মহিলা ক্ষতিপূরণ বাবদ স্বামীর চাকরিটি তাকে দেবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন। তার স্বামী দিল্লির একটি সরকারি হাসপাতালে ঝাড়ুদার ছিলেন। কিন্তু মহিলার বিবাহ সম্বন্ধে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় হাসপাতাল- কর্তৃপক্ষ তার আবেদন নাকচ করে দেয়। মহিলা মামলা করেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯০ সালের জুন মাসে ওই মহিলার সঙ্গে তার স্বামীর সাধারণ ম্যারেজ ডিডের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। অথচ সেই সময় তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী জীবিত ছিলেন। তার মৃত্যু হয় ১৯৯৪ সালের মে মাসে। এরপর ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভদ্রমহিলার স্বামী মারা যান। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতিভারানি বলেন, 'হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হলে সেই বিবাহ গার্হস্থ্য ধর্মপালনের শপথে রূপান্তরিত হয়। এই বিবাহ কোনো সাধারণ চুক্তি নয় যে ম্যারেজ ডিডের মাধ্যমে আইনসিদ্ধ করা যাবে।'

রাজীব গান্ধীর মুখ রক্ষা করতেই বোফর্স তদন্ত ধামা চাপা দিয়েছিল সুইডেন : সিআইএ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ তাদের পুরোনো কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ফাইল প্রকাশ শুরু করেছে। এমনি একটি চাঞ্চল্যকর ফাইল প্রকাশ্যে এনে তারা জানাচ্ছে ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধী সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন Howitzer যুদ্ধবিমান কেনা সংক্রান্ত লেনদেনে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগকে তাঁর বিরুদ্ধে চলা তদন্ত বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। প্রসঙ্গত দেশে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব ১৯৮৮ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহমে গিয়েছিলেন। তারপরই তদন্তের অগ্রগতি থেমে যায়। যদিও ১৯৮৯-এর নির্বাচনে এই ঘুষ কেলেঙ্কারির দায়ে তাঁর সরকার হেরে যায়।

সিআইএ ১৯৮৮ সালে 'সুইডেনের বোফর্স অস্ত্র কেরেঙ্কারি' শীর্ষক একটি গোপন ফাইলে বলা হয়েছে সুইডেন সরকার ভারতের উচ্চপদস্থ বহু কেষ্ট বিষ্টু ও প্রভাবশালী ব্যক্তি যে অস্ত্র লেনদেনে ঘুষ নিয়েছিলেন সেই অপমানজনক পরিস্থিতির প্রকাশ্যে আসা ও যে কারণে রাজীবের চূড়ান্ত অপদস্থতা ঠেকাতে তড়িঘড়ি তদন্ত বন্ধের নির্দেশ দেয়।

সিআইএ-র রিপোর্ট অনুযায়ী সুইডেনের জাতীয় অডিট সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী সে দেশের পুলিশ বোফর্স ঘুষ কেলেঙ্কারির ওপর তাদের নিজস্ব একটি তদন্ত শুরু করে। যে তদন্তে যদি বিদেশি কোনো ব্যক্তিকে সুইডিশ কোম্পানির তরফে ঘুষ দেওয়া হয়ে থাকে তা প্রমাণ হলে শাস্তির খাঁড়া এগিয়ে আসবে। এই সুইডিশ তদন্তটি রাজীব গান্ধীর ৮৮ সালে সফরের পরেই বাতিল করে দেওয়া হয়। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে সুইডেনের সরকার সুইস ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যে পেমেন্টগুলি হয়েছিল সেগুলির উৎস সন্ধানের ব্যাপারে দায়সারা কিছু খোঁজ খবর করে নিজেদের অপারগতা ব্যক্ত করে ও সুইজারল্যান্ড সরকারের তরফে তেমন কোনো সাহায্যই চাওয়া হয়নি।

সিআইএ-এর দলিলে বোফর্সের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি আলাদাভাবে চিহ্নিত করে নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে কোম্পানি অস্ত্র লেনদেন চূড়ান্ত করতে অবশ্যই ঘুষ দিয়েছিল। এই ঘুষ নিয়েছিল ভারতীয় মধ্যস্থতাকারী দালাল ও আধিকারিকরা। দিল্লির তরফে ১৫৫ এম এম howitzer বিমান কেনার জন্যই এই ডিল হয়েছিল। তদন্তকারী সুইডিশ সংস্থা নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছিল হয় সরাসরি ভারতীয় আধিকারিকদের ঘুষ দেওয়া হয়েছিল নয়তো দালালের মাধ্যমে ঘুষ দিয়ে এই ১.২ বিলিয়ন ডলারের বিরাট চুক্তিকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল। মুশকিল হয় তদন্তের মাঝপথে এ খবর বাজারে বেরিয়ে আসে। ফলে দেশে রাজীব গান্ধীর সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে। অন্যদিকে বরাত পাওয়া সংস্থা নোবেল ইন্ড্রাস্ট্রিজ ঘুষ দেওয়ার কারণে শাস্তির মুখে পড়া এড়াতে উভয়পক্ষের মধ্যে আপসে মীমাংসা হয়।

এরই পরিণতিতে চূড়ান্ত টাকা কাদের হাতে পড়েছিল সেই বিড়ম্বনা থেকে রাজীবকে বাঁচাতে সুইডেন সরকার তদন্তে অকস্মাৎ ইতি টেনে দেয়। খবরটি বেরোতে ২৯ বছর লাগল। বড় কেলেঙ্কারি তো!

বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের কাজে এগিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর গান্ধীজীর জন্ম দিনে স্বচ্ছ ভারতের জন্ম দিতে খোলা স্থানে শৌচ-কর্ম মুক্ত গ্রামীণ ভারত প্রকল্পের যে সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তা বাস্তবায়নে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের ৭৫ শতাংশ সময় পেরিয়ে আসার পর এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে মনরেগা প্রকল্পে গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে বাড়িতে বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের কাজে সবচেয়ে সফল বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিই। এই প্রকল্প যাদের তহবিল ও অধীনে রূপায়িত হচ্ছে সেই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এক তথ্যে দেখা গিয়েছে যে শৌচালয় নির্মাণ প্রকল্পে প্রথমের সারিতে রয়েছে বিজেপি শাসিত ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও গুজরাট। এই রাজ্যগুলি তাদের অর্ধেকের বেশি কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে। চতুর্থ স্থানটিও বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের দখলে। পঞ্চম স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। যে রাজ্যে শাসক টিডিপি বিজেপির সমর্থনে পরিচালিত হচ্ছে। ষষ্ঠ স্থানেও বিজেপি শাসিত আর একটি রাজ্য উত্তরপূর্বের অরুণাচল প্রদেশ। এছাড়াও প্রথম দশে অন্যান্য যে রাজ্যগুলি তাদের মধ্যে রয়েছে কেরল, মেঘালয়, উত্তরপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা।

প্রসঙ্গত, মনরেগা প্রকল্পে ২ কোটি ও স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ৬.৮৪ কোটি শৌচালয় নির্মাণের যে পরিকল্পনা মোদী সরকার নিয়েছিল এক বছরের মধ্যেই তা বেশ সাফল্যের মুখ দেখে। ২০১৫-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় মনরেগা প্রকল্পে ১৫ লক্ষ ও স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে ২.৪ লক্ষ শৌচালয় নির্মিত হয়েছে।

নোটবন্দির ফলে রবিশস্য চাষের কোনোই ক্ষতি হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জানুয়ারি মাসই ছিল রবিশস্য বোনার চিরাচরিত শেষ সময়। সরকারের তরফে দেওয়া হিসেব অনুযায়ী বিগত ৫ বছরের তুলনায় এবার সবচেয়ে বেশি জমিতে রবিশস্য বপন করা হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই দেশ রেকর্ড পরিমাণ ফলন প্রত্যাশা করছে। শীতকালীন এই শস্য চাষের পক্ষে বিমুদ্রাকরণ বা বাজারে নোটের অভাবের ফলে যে ঘাটতির কথা প্রচার হয়েছিল বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিলই পাওয়া যাচ্ছে না। সদ্য কয়েকদিনের হাল্কা বৃষ্টির ফলে ফলন যে আরও বাড়বে বরং এমনটাই শোনা যাচ্ছে।

কৃষি দপ্তর থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিমুদ্রাকরণের ফলে চাষির হাতে পর্যাপ্ত টাকার অভাবে তারা প্রয়োজনীয় বীজ ও অন্যান্য উপকরণ কিনতে না পারায় ফলন ভয়ঙ্কর ভাবে মার খাওয়ার যে আশঙ্কা কোনো কোনো মহলে ব্যক্ত করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রধানত মূল রবিশস্য অর্থাৎ গম ও নানা প্রকারের ডালের বপন গতবারে যে পরিমাণ জমিতে হয়েছিল এবার তা সেই মাত্রাকেই শুধু ছাড়িয়ে যায়নি, সাধারণ পরিস্থিতিতে যতটা জমিতে চাষ হয় তার থেকে বেশি জমি হয়েছে। চলতি বছরে সামগ্রিকভাবে ৬৩৭.৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে রবিশস্য চাষ হয়েছে যা গতবারের ৬০০.০২ লক্ষ হেক্টরের থেকে ৬ শতাংশ বেশি। এবারের চাষ সাধারণত গড়ে যে ৬৩৮.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমি হয়ে থাকে তাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। বিমুদ্রাকরণের কোনো প্রভাব আদৌ যে রবি চাষে পড়েনি এ তথ্যই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সূত্রের খবর অনুযায়ী চাষিদের কখনই বীজের সমস্ত পরিমাণটা নগদে বাজার থেকে এক লপ্তে কিনতে হয় না। গ্রামীণ অঞ্চলে চিরাচরিত পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে চাষিরা শুধু শস্যবীজই নয় সার, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষি-উপকরণগুলিও অনায়াসে ধারে কেনাবেচা করে থাকে।

সাধারণত গড়ে যে ৩০৪.০৫ লক্ষ হেক্টর জমি গম চাষ হয় তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে এবার ৩১৫.৫৫ লক্ষ হেক্টরের রেকর্ড জমিতে চাষ হয়েছে। অন্যদিকে গত বছরে এই পরিমাণ ছিল ২৯২.৫২ লক্ষ হেক্টর। কেবলমাত্র কিছু পরিমাণ শীতকালীন বোরো ধান ও মোটা দানার শস্য ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রকমের রবিশস্য চাষ একর হিসাবে বৃদ্ধি ঘটেছে। তৈলবীজের ক্ষেত্রে একর হিসেবে এবার চাষ একটু কম হলেও তা গত বছরের থেকে বেশি। লক্ষণীয়, রবিশস্য বপনের সময় হলো অক্টোবরের শেষ থেকে জানুয়ারি শেষ অবধি এই তিন মাস, যে সময়টির অধিকাংশ অংশেই থাকার কথা ছিল বিমুদ্রাকরণের তথাকথিত ক্ষতিকর প্রভাব, মিথ্যে প্রচারের ঢক্কানিনাদ— পরিসংখ্যান তা ফাঁস করে দিল।

উবাচ

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটা চলতেই থাকবে।”

পঞ্জাবে নির্বাচনী জনসভায়।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“সপা-কংগ্রেস জোট হলো ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির সঙ্গে লুটব্যাঙ্ক রাজনীতির হাত মেলানো। শাহি ঘরানার ছেলে অবসাদে ভুগছে।”

সপা-কংগ্রেস জোট প্রসঙ্গে এক টুইটবার্তায়।

বিনয় সহস্রবুদ্ধে
ভারতীয় জনতাপার্টির জাতীয় সহ-সভাপতি

“রাজ্যে যা ঘটছে তা বাংলাদেশেও ঘটে না।”

হাওড়ার তেহট্ট হাইস্কুলে নবিদিবস পালনের দাবিতে স্কুলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রসঙ্গে।

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

“যেসব লোক অওরঙ্গজেব-টিপু সুলতানকে আদর্শ মানে তারা দেশের ইতিহাস নিয়ে ছেলেখেলা করছে। সিনেমায় পদ্মাবতীর চরিত্রটি যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে...উনি যদি হিন্দু না হতেন তাহলে কেউ এ কাজ করার সাহস পেত না।”

পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালীর সাম্প্রতিক ছবি ‘পদ্মাবতী’ প্রসঙ্গে।

গিরিরাজ সিংহ
কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

“২০১৩-১৪ সালে দেশের জিডিপি ছিল ৪.৭৪ শতাংশ। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৪-১৫-তে জিডিপি হয় ৭.২ শতাংশ। ২০১৫-১৬-তে ৭.৬ শতাংশ। এ বছর (২০১৭-১৮) ৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি আশা করছি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী সম্ভবত কিছু না জেনেই কথা বলছেন।”

দেশের অর্থনীতি নিয়ে মনমোহন সিংহের মন্তব্য প্রসঙ্গে।

পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী

সেকুলারবাদী রাজনীতির কাছে নতিস্বীকার করায় আজ ভারতের মাটি জেহাদিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র

গূঢ় পুরুষের কলম

সারা বিশ্বে সেকুলারবাদীদের কলরব আর প্রতিবাদে কান পাতা দায়। আমেরিকায় মুসলমানদের প্রবেশ আংশিকভাবে বন্ধ করার প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করেছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাষ্ট্রপতির নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকেছেন সেখানের সেকুলারবাদী বিরোধীদলের নেতারা। আপাতত সাতটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ— ইরান, ইরাক, সিরিয়া, সুদান, লিবিয়া, উয়েমেন এবং সোমালিয়া থেকে আসা মানুষের আমেরিকায় প্রবেশ ৯০ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, 'ওদের দেশের জঙ্গিদের আমরা চাই না। শুধু সেই সব মানুষকেই দেশে ঢুকতে দেব যাঁরা আমেরিকাকে ভালবাসবেন।' ট্রাম্পের এই বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার পরেই ভারতের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা গলা ফাটাচ্ছেন। তাঁদের গলাবাজি শুনলে মনে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে মুসলমান অনুপ্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ভুলে গেছেন যে ২০০১ সালে তালিবান জঙ্গি হামলার পরে সাময়িকভাবে আমেরিকায় মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। তাছাড়া আমেরিকায় নির্বাচনী প্রচার চলাকালে ট্রাম্প একাধিকবার বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিনি মুসলমানদের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করবেন। আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতারা সমর্থন করেছিলেন বলেই হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে ট্রাম্প সেখানের রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ হোয়াইট হাউসে ঢুকেছেন। তাঁর নির্দেশকে মান্য করতে হবে। তিনি একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। বিশ্বের সর্বত্র শান্তি নষ্ট করার জন্য দায়ী জেহাদি মুসলমান জঙ্গিদের নির্বিচার গণহত্যা। হ্যাঁ, বিশ্বজুড়ে মুসলমান রাষ্ট্রজোট এখন ধর্মযুদ্ধ চালাচ্ছে। 'ইসলাম বিপন্ন'— এই জিগির তুলে সিরিয়া, ইরাক, সোমালিয়ায় লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে জঙ্গিরা। অবাক লাগে যখন দেখি মুসলমান- প্রধান রাষ্ট্রে নারী ও শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেকুলারবাদীরা আওয়াজ তোলেন না। তখন তাঁদের বিবেক ঘুমিয়ে থাকে। তাঁরা ট্রাম্পের চরিত্রে মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পান। কিন্তু ইরাক সিরিয়ায় আই এস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। কারণ, সেটা ওই দুই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই তাঁরা নাক গলান না। আর ট্র্যাম্পের ঘোষণা আমেরিকার আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয় নয়?

এই সেকুলারবাদী রাজনীতির চাপের কাছে নতি স্বীকার করায় আজ ভারতের মাটি জেহাদি জঙ্গিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। এখানে একটা বিশ্বাস দানা বেঁধেছে যে মুসলমানদের তোষণ না করলে নির্বাচনে জেতা যায় না। তাই ভারতের সব রাজনৈতিক দলই কম বেশি মুসলমান তোষণ নীতি অনুসরণ করে। গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতারই সরকার গড়েন। অথচ আমাদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে ২৫-২৭ শতাংশ মুসলমান ভোটদাতারাই ভারতে সরকার গড়ে। বলা হয়, মুসলমানরা জোটবদ্ধভাবে ভোট দেয়। তাদের কাছে দেশের স্বার্থের চেয়ে সম্প্রদায়ের স্বার্থ বড়। ভারতে এক শতাংশ মুসলমান খুঁজে পাবেন না যে সেকুলারবাদী বা নাস্তিক। হিন্দুরা সেকুলার, তাই জোটবদ্ধ নয়। ভোটের বাজারে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার তাই দাম নেই।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের বিশেষ প্রভাব নেই এই সেকুলার নীতি অনুসরণ করার জন্য। জঙ্গি আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আজ ভারত। কিন্তু এই সত্যটি আমরা বিশ্বে প্রচার করতে ব্যর্থ। পাকিস্তান যে জঙ্গি জন্ম দেওয়ার আঁতুড়ঘর এই কথাটাও আমরা বিশ্ববাসীকে বোঝাতে পারিনি। অথচ ট্রাম্প কত সহজে বিশ্ববাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে সাতটি দেশের মানুষের উপর আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেখান থেকে ২০১৬ সালে মাত্র এক বছরে ৩৬,৭২২ জন মুসলমান উদ্বাস্তু আমেরিকায় ঢুকেছে। ট্রাম্প মনে করিয়ে দিয়েছেন যে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে পরদেশীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারির সংবিধানস্বীকৃত অধিকার মার্কিন প্রেসিডেন্টের আছে। অথচ ধর্মের ভিত্তিতে উদ্বাস্তু বাছাই বৈধ নয় এই দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সেখানের কাউন্সিল অফ আমেরিকান-ইসলামিক রিলেসনস। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে ইসলামিক সংগঠনটি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তার ফান্ডিং নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এই জাতীয় সংগঠনগুলি গোপন সূত্র থেকে অর্থ পায়। এরা আদতে জঙ্গি হ্যান্ডলার। তাই তদন্ত হওয়া উচিত।

দেশে বিদেশে ট্রাম্প বিরোধীরা কড়া সমালোচনা করলেও আমার ব্যক্তিগত মত মার্কিন প্রেসিডেন্ট সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। এক টিভি সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, ''আগে মুসলমানরা এদেশে সহজে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। আর খ্রিস্টান হলেই উল্টো। সিরিয়া ইরাকের মতো দেশে খ্রিস্টানরা বঞ্চিত এবং নির্যাতিত। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।'' হায় রে! ভারতের রাষ্ট্রনেতারা কবে বলবেন পাকিস্তান বাংলাদেশে বসবাসকারী নির্যাতীত হিন্দুদের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। আমেরিকা খ্রিস্টান দেশ। ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসী। তাই তিনি যদি বিদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের রক্ষার জন্য বার্তা দেন তবে অন্যায়টা কোথায়? আমরা ভারতীয় হিন্দুরা স্বধর্ম স্বজাতিদের রক্ষার কথা ভাবি না। অত্যাচারিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়াই না পাছে আমাদের গায়ে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই হীনমন্যতা থেকে আমরা মুক্ত হবো কবে?

গান্ধী, যাদব, মোদী— তিন পরিবার এক উঠোন

প্রিয় দেশবাসী,

নরেন্দ্র মোদীর স্টাইলে সম্বোধন করে এবার চিঠি লিখছি। শুধু রাজ্য নয়, গোটা দেশের সব মানুষের কাছে এই চিঠি। আসলে স্টাইল যদি নিতেই হয় তবে নরেন্দ্র মোদীর নেওয়াই ভাল। কারণ আদর্শ বলে তো একটা জিনিস রয়েছে। এই দেশে মানে ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের পরম্পরা রয়েছে। কিন্তু সেখানে অনন্য বিজেপি। আরও অনন্য দেশের সব থেকে ক্ষমতাশালী নরেন্দ্র মোদী। জয়ললিতার শশিকলা রয়েছেন, দিদির ভাইপো অভিষেক রয়েছেন, লালুর রাবড়ি দেবী রয়েছেন, মুলায়মের অখিলেশ রয়েছেন আর মোদীর সামনে সোয়া কোটি দেশবাসী। তার মুখেই তো প্রিয় দেশবাসী কথাটা মানায়।

সামনে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন। সেখানে দুই পরিবার এবার এক জোট হয়ে লড়বে। গান্ধী পরিবার ও যাদব পরিবার হাত মিলিয়েছে। বিহারে লালুপ্রসাদের আরজেডি থেকে ওড়িশায় বিজু জনতা দল— সবাই কমবেশি পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ পুরনো। নেহরু, ইন্দিরা, রাহুল, সোনিয়া হয়ে এখন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। আর অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারটি কেমন? তাঁরা কতটা রাজনীতির সুবিধাভোগী?

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তাঁদের পরিচয়। নরেন্দ্র মোদীর বাবা দামোদরদাস ও মা হীরাবেনের মোট ছয় সন্তান। পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। সেজ ছেলে নরেন্দ্র এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর বড় ছেলে সোমাভাই মোদী গুজরাট সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী ছিলেন। অবসর নেওয়ার পরে ৭৫ বছর বয়স্ক প্রধানমন্ত্রীর দাদা এখন সমাজসেবী হিসেব পরিচিত। নিজের গ্রাম ভদনগরে একটি বৃদ্ধাবাস চালান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর আর এক দাদা অমৃতভাই মোদী থাকেন আহমেদাবাদে। সেখানে একটি কারখানায় তিনি লেদ মেশিন অপারেটর। আর এক ভাই থাকেন আহমেদাবাদে। তিনি প্রহ্লাদভাই মোদী। তিনি সেখানে একটি রেশন দোকানের মালিক। গুজরাটের গ্রোসারি শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি তিনি। গান্ধীনগরে থাকেন প্রধানমন্ত্রীর ছোট ভাই পঙ্কজভাই মোদী। গুজরাট সরকারের তথ্য দপ্তরের একজন অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে চাকরি করেন তিনি। তাঁর কাছেই থাকেন মা হীরাবেন।

পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র বোন বাসন্তীবেন থাকেন গুজরাটেরই ভিসনগরে। তাঁর স্বামী হাসমুখভাই মোদী ভারতীয় জীবনবিমা নিগমের (এলআইসি) এজেন্ট। প্রতি বছর রাখি পূর্ণিমায় বাসন্তীবেনের বাড়িতেই যান প্রধানমন্ত্রী।

গান্ধী পরিবারের রাজনীতি নিয়ে সব থেকে বেশি আলোচনা হয়। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো অংশে কম যায় না যাদব পরিবার। মুলায়ম সিংহ পরিবারে অনেক কোন্দল থাকলেও উত্তরপ্রদেশের 'যাদব-বংশ'-ই দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক পরিবার। চমকে যেতে হয় যাদব পরিবারের বংশ-তালিকা দেখলে। সেখানে সবাই নেতা, সবাই বড় বড় দায়িত্বে। সমাজবাদী পার্টির কর্তৃত্ব হারালেও সেই পরিবারের কর্তা মুলায়ম সিংহ যাদব। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও 'নেতাজী' মুলায়ম সিংহ যাদবের গোটা পরিবারই তাই রাজনীতির মঞ্চে। পারিবারিক মুষল পর্বের মধ্যেও সবারই হাতিয়ার 'সাইকেল' প্রতীক। মুলায়ম সিংহ যদিও বহুবার রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু নিজের পরিবারকে সেই সব বিতর্কের বাইরে রেখেছেন। ছেলে, ছেলের বউ, ভাই, ভাইপো, ভাইপো বউ, শ্যালক কাউকেই রাজনৈতিক 'মধুভাণ্ড' থেকে বঞ্চিত করেননি।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক যাদব পরিবারের কে কী?

মুলায়ম সিংহ যাদব

যাদব পরিবারের কর্তা প্রথম থেকেই সমাজবাদী পার্টির জাতীয় সভাপতি। সম্প্রতি সেই পদ গিয়েছে ছেলের দখলে। দু' দফায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও থেকেছেন। এখন আজমগড়ের সাংসদ।

অখিলেশ যাদব, বড় ছেলে

২০০০ সালে কনৌজ থেকে প্রথমবার সাংসদ হন। সেটাই রাজনীতিতে অভিষেক। এখন দলের জাতীয় সভাপতি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

ডিম্পল যাদব, বড় বউমা

অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পল স্বামীর পুরনো কেন্দ্র কনৌজ থেকে সাংসদ।

প্রতীক যাদব, ছোট ছেলে

বাবা, দাদার রাজনৈতিক প্রভাব কতটা ব্যবহার করেন সেটা জানা না থাকলেও তিনি

ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত। চার কোটি টাকা দামের গাড়ি কিংবা মহার্ঘ ব্র্যান্ডের পোশাক ব্যবহার নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন প্রতীক।

অপর্ণা যাদব, ছোট বউমা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনি সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হয়েছেন লখনউ ক্যান্টনমেন্ট আসন থেকে। তিনি আবার পারিবারিক কোন্দলে ভাসুর মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের বিপক্ষে।

শিবপাল যাদব, বড় ভাই

প্রথমে মুলায়ম সিংহের কেন্দ্রের দেখভাল করার দায়িত্ব পান ভাই শিবপাল। কিন্তু পরে তিনিই হয়ে ওঠেন রাজ্যের ডি-ফ্যাক্টো মুখ্যমন্ত্রী। সেচ এবং পুর্ত দপ্তরের মন্ত্রী থেকেছেন। দলের রাজ্য সভাপতি হয়েছেন। মুলায়মের প্রিয় এই ভাই-ই, ভাইপো অখিলেশের পথে বড় কাঁটা হয়েছেন বার বার।

সরলা যাদব, শিবপালের স্ত্রী

উত্তরপ্রদেশের এটায় একটি সমবায় ব্যাঙ্কের প্রধান।

আদিত্য যাদব, শিবপালের ছেলে

উত্তরপ্রদেশে কো-অপারেটিভ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সপার প্রার্থী।

তেজপ্রভাব যাদব, মুলায়মের ভাইপো

মুলায়ম সিংহ যাদবের ভাই ও প্রাক্তন সেনা, প্রয়াত রতন সিংহ-র ছেলে তেজপ্রতাপ আবার লালুপ্রসাদ যাদবের জামাই। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সুপ্রিমো লালুপ্রসাদের মেয়ে রাজলক্ষ্মীকে বিয়ে করেন তিনি। অখিলেশ যাদবের প্রিয় তেজপ্রতাপ এখন মৈনপুরি লোকসভা আসন থেকে সাংসদ।

ধর্মেন্দ্র যাদব, মুলায়মের ভাইপো

মুলায়ম সিংহ যাদবের ভাই অভয়রাম যাদবের ছেলে ধর্মেন্দ্র পর পর দু'বার বাদাউন লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী সাংসদ।

রামগোপাল যাদব, মুলায়মের খুড়তুতো ভাই

রাজ্যসভায় সমাজবাদী পার্টির সদস্য। দলের ভাগাভাগিতে তিনি দাদা নয়, ভাইপো অখিলেশের পক্ষে।

অক্ষয় যাদব, রামগোপালের ছেলে

বাবা রামগোপালের মতো অক্ষয়ও জাঠতুতো দাদা অখিলেশের পক্ষে। তিনি এখন ফিরোজবাদ কেন্দ্রের সাংসদ।

এঁরা হলেন সমাজবাদী পার্টিতে থাকা যাদব পরিবারের মুখ্য চরিত্ররা। এছাড়াও পঞ্চায়েত স্তরের রাজনীতিতে রয়েছেন যাদব পরিবারের কমপক্ষে ১১ জন সদস্য। অভিষেক যাদব, সন্ধ্যা যাদব, বন্দনা যাদবরা রাজ্য রাজনীতিতে যথেষ্টই প্রভাবশালী। এটা, মৈনপুর, হামিরপুর, জেলা পরিষদ মূলত যাদব পরিবারের হাতেই। এঁরা কেউ মুলায়মের ভাইপো, কেউ ভাইঝি।

এখানেও শেষ নয়। সমাজবাদী পার্টির যুব সংগঠনের প্রধান মুলায়ম সিংহের আর এক ভাইপো অনুরাগ যাদব। দলের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ সরকারেও যাদবকুলের আধিপত্য। অখিলেশ মন্ত্রীসভায় পরিবারের আট জন সদস্য জায়গা পান। শিবপাল যাদব, পরেশনাথ যাদব, বলরাম যাদব, দুর্গাপ্রসাদ যাদব, রামগোবিন্দ চৌধরি, অম্বিকা চৌধরি, কৈলাশ যাদব, শিবপ্রতাপ যাদব।

পুলিশ কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সেই এক ছবি। রাজ্যের বিভিন্ন কমিটির শীর্ষে যাদব পরিবারের বহু সদস্য রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের সাবঅর্ডিনেট স্টাফ সিলেকশন কমিশনের চেয়ারম্যান রাজকিশোর যাদব, রাজ্যে এস্টেট অফিসার তথা যুগ্ম সচিব ব্রজরাজ সিংহ যাদবও মুলায়ম সিংহ পরিবারের সদস্য।

এর পরেও যাদব পরিবারের ক্ষমতাশালী সদস্যদের আত্মীয়, বন্ধুদেব দাপট রয়েছে। সকলেরই শ্বশুরবাড়ির তরফের সদস্যরা রয়েছেন রাজনীতি থেকে প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্বে। উত্তরপ্রদেশ জানে সে সব নিয়েই মুলায়ম সিংহ যাদবের বৃহত্তর পরিবার। যার কর্তা একজনই। 'নেতাজী' মুলায়ম সিংহ।

—সুন্দর মৌলিক

পাঁচ রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব

অম্লানকুসুম ঘোষ

রাষ্ট্রকাঠামোর পরিচালক বিষয়গুলির মধ্যে কোনো একটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োগ অনেক সময় অন্য কোনো বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। রাষ্ট্রনীতির বিশ্ব-ইতিহাসে তাই প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় যে শিক্ষানীতি অর্থনীতিকে, অর্থনীতি রাজনীতিকে বা রাজনীতি শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করছে। এই প্রভাবগুলির কোনোটা হয় সুদূরপ্রসারী, কোনো প্রভাব দেখা যায় অদূর ভবিষ্যতেই। কোনো প্রভাব হয় রাষ্ট্রের পক্ষে ইতিবাচক, কোনো প্রভাব আবার নেতির পথই প্রদর্শন করায়। সম্প্রতি আমাদের দেশে অর্থনীতি রাজনীতির এরকম এক পারস্পরিক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেখা যাক বিচারে সেই প্রভাবকে কোন পর্যায়ে ফেলা যায়।

গত নভেম্বর মাসে পুরোনো নোট বাতিলের দেশব্যাপী পদক্ষেপ গ্রহণের পরে সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। দেশের অর্থনীতি এর ফলে কত প্রকারে লাভবান হবে তা ইতিমধ্যেই বহুচর্চিত, কিন্তু অর্থনীতির উন্নতির এই নবসোপান দেশের রাজনীতিক্ষেত্রকে কতটা প্রভাবিত করবে তা নিয়ে বিদগ্ধমণ্ডলী এখনও দিক্‌ভ্রান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত। সেই দ্বিধা নিরসনে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক। দেশের রাজনীতিক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় নির্বাচনের দ্বারা। তাই রাজনীতিক্ষেত্রে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত কতটা প্রভাব ফেলবে তা বিশ্লেষণ করতে হলে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া দরকার 'বিমুদ্রাকরণ' সংগঠিত হওয়ার পরে ঘটতে চলা নির্বাচন সমূহের দিকে।

বিমুদ্রাকরণের পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু উপনির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। বিমুদ্রাকরণের ফলে উপকৃত দেশবাসী সেই সমস্ত উপনির্বাচনে কেন্দ্রের শাসকদলের প্রতি নিজেদের সমর্থনের ঝুলি উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বাচন এখনও অবধি সংঘটিত হয়নি। সেকারণেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা এখনও বিশ্লেষণের উপযুক্ত আধার পাননি। সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে আগামী মাস থেকে শুরু হওয়া পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের মাধ্যমে। বিমুদ্রাকরণের পর প্রথম সংঘটিত এই নির্বাচনযুদ্ধে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব কোন দিকে এবং কতখানি পড়ল তা বিশ্লেষণ করা এবং সেই প্রভাবের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের মাধ্যমেই বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে অর্থনীতির প্রভাব কতখানি তা বোঝা সম্ভব হবে।

যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হতে চলেছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো উত্তরপ্রদেশ। দেশের বৃহত্তম এই রাজ্যটি বরাবরই জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজ্যটি থেকেই স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশক দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। স্বাধীনতার পর সত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে অর্ধশতাব্দীকাল অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এই রাজ্যটি থেকেই। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মানুষ হলেও লোকসভার বারাণসী কেন্দ্রের সাংসদ যা উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত। তাই অন্য বারের মতো এবারও উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন এবং তার ফলাফল গোটা দেশের কাছে আলাদা তাৎপর্য বহন করে আনছে।

বিমুদ্রাকরণের পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু উপনির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। বিমুদ্রাকরণের ফলে উপকৃত দেশবাসী সেই সমস্ত উপনির্বাচনে কেন্দ্রের শাসকদলের প্রতি নিজেদের সমর্থনের ঝুলি উজাড় করে দিয়েছেন।

এই উত্তরপ্রদেশে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব কতটা এবং কোন অভিমুখী? গঙ্গাতীরবর্তী এই রাজ্যটি মূলত কৃষিনির্ভর। বর্তমানে শিল্পের পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালালেও সেই প্রচেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ার বদলে সমান্তরাল অর্থনীতি বা কালোটাকা নির্ভর অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের ঘোষিত শিল্পাঞ্চলগুলি সবই দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য কবলিত। বিমুদ্রাকরণের ফলে সেসমস্ত মাফিয়াচক্রের কোমরে ঘা লেগেছে। সাধারণ মানুষ তাই সমর্থন করছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে। মাফিয়াচক্রের অর্থনৈতিকভাবে আহত হওয়ার কারণে রক্ষা পাচ্ছে পরিবেশও। কারণ এই মাফিয়াচক্রের হাতেই এতদিন লুণ্ঠিত হোত নদীচরের সমস্ত বালি (উত্তরপ্রদেশে বালি মাফিয়ার হাতে আই পি এস আধিকারিকের হত্যাকাণ্ড স্মর্তব্য), দূষিত হোত নদীর জল (উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার দূষণে বেআইনি কলকারখানার দূষিত বর্জ্যের অবদান স্মর্তব্য)। এর ফলে একদিকে প্রবল বন্যা ও নদীভাঙনের দ্বারা বিপন্ন হোত নদীতীরবাসী সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা। বিলুপ্ত হোত তাদের ঘরবাড়ি। অন্যদিকে দূষিত জলে সেচ ব্যাহত করতো কৃষি উৎপাদনকে, বিপন্ন হোত কৃষককুল। সেই মাফিয়ারা অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হওয়ায় (অর্থাৎ বিমুদ্রাকরণের ফলে তাদের

সঞ্চিত কালোটাকার ভাণ্ডার নষ্ট হওয়ায়) শুধুমাত্র কালোটাকার জোরে সেই অপকর্মসমূহ করতে পারবে না এখন থেকে। তাই উত্তরপ্রদেশের কৃষকসমাজ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ, নিজেদের জীবিকা রক্ষা করার জন্য। অ-কৃষিজীবী সাধারণ মানুষও কৃতজ্ঞ নিজেদের জীবন, পরিবেশ ও স্থাবর সম্পত্তি রক্ষার জন্য।

কৃষিপ্রধান পঞ্জাবে মূল সমস্যা অর্থনৈতিক নয়, বরং অর্থনীতিগত- ভাবে অগ্রসর রাজ্য পঞ্জাব এখন ভুগছে মাদকের ব্যাধিতে। পঞ্জাবের তরুণ সমাজের এক বড় অংশ এখন মাদকাসক্ত। টাকার টানাটানি নয়, বরং কালোটাকার বন্যাই তাদের রাজ্যে এখন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সেখানকার বিপথগামী তরুণ সমাজকে সেই সমস্যা থেকে পরোক্ষে মুক্তি দিয়েছে বিমুদ্রাকরণ। বিমুদ্রাকরণের ফলে টাকার জোগান বা বলা ভাল কালোটাকার বা অজ্ঞাত উৎস থেকে পাওয়া টাকার জোগানে টান পড়েছে। ফলে টাকার অভাবে মাদকের জোগানও হ্রাস পেয়েছে পঞ্জাবে। মাদকমুক্ত পঞ্জাবে সাধারণ মানুষ আজ তাই দু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে বিমুদ্রাকরণ নীতির জন্য। সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় পঞ্জাব আরও একটি জ্বলন্ত সমস্যার নিত্য সম্মুখীন। সেই সমস্যা হলো প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের সামরিক আগ্রাসন। পাকিস্তান চালায় জালটাকার জোরে এবং সেই জালটাকার দ্বারা ভারতের জনজীবনকেও ব্যাহত করার ক্রমাগত চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় পঞ্জাব সেই সমস্যারও সম্মুখীন হয় সর্বাধিকভাবে। সরকারের বিমুদ্রাকরণ নীতির ফলে পাকিস্তান এবং তার সহযোগী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী দাউদ ইব্রাহিম সমস্যায় পড়েছে। তাদের হাতে অবস্থিত পুঞ্জীভূত জালটাকা আজ মূল্যহীন। ফলে পাকিস্তানের সামরিক আগ্রাসন ও জালটাকার দাপট দুই-ই আজ ক্রমঅপস্রিয়মাণ। এর সুফল আজ সর্বাংশে অনুভব করছেন পঞ্জাবের অধিবাসীরা। ফলে আগামী নির্বাচনে পঞ্জাবের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই থাকবে একথা অনস্বীকার্য।

হিমালয় সন্নিহিত রাজ্য উত্তরাখণ্ড লাগামছাড়া পরিবেশ ধ্বংসের জন্য আজ সমস্যাদীর্ণ। অপরিকল্পিত নগরায়ণ সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্যকে করছে ব্যাহত। এর শোধ নিচ্ছে পরিবেশও। নানাধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে উত্তরাখণ্ডবাসী আজ বলছেন বন্ধ হোক এই নগরায়ণ। তাঁরা মনে মনে বলছেন— 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'। কিন্তু কালোটাকার বলে বলীয়ান প্রোমোটারচক্রের করাল আগ্রাসন চলছেই। পরিবেশ ধ্বংসকারী সেই আগ্রাসনকে বন্ধ করা সম্ভব হয়নি উত্তরাখণ্ডবাসীর পক্ষে। এখন বিমুদ্রাকরণ সেই প্রোমোটারদের কালোটাকা দ্বারা নির্মিত সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করেছে। তাদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেয়ে স্বস্তি পেয়েছে সেখানকার পরিবেশ ও পরিবেশপ্রেমী সাধারণ মানুষ। তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা আগামী নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসক দলের মস্তকে ব্যালটবৃষ্টি করবে এ আশা করাই যায়।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র রাজ্য হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে গোয়ার তেমন উল্লেখযোগ্য অবস্থান নেই। পর্যটন শিল্প নির্ভর এই রাজ্যের অর্থনীতি দেশের মূল অর্থনীতির সঙ্গে তেমন খাপ খায় না। তবে দেশের অর্থনীতির মূল ধারা এবং ধ্রুপদী অর্থনীতির প্রথম দুটি ক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত এই রাজ্যটি অর্থনীতিতে খুব অগ্রসর না হলেও পশ্চাৎপদও তেমন নয়। অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্র পরিষেবা ক্ষেত্র নির্ভর হয়েই তারা অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হয়েছে। কিন্তু গোয়ার প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক নয় বরং প্রশাসনিক। মদ এবং ওই জাতীয় অনেক নেশাদ্রব্যকে গোয়ায় সুলভ করে রাখা হয়েছে পর্যটনশিল্পের বিকাশ সাধনের জন্য। কালোটাকার জোরে সেই নেশাদ্রব্যসমূহের বহুল ব্যবহার সে রাজ্যের জনজীবনকে ব্যাহত করে চলেছে নিয়মিত। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমুদ্রাকরণের ফলে কালোটাকার সেই মালিকরাই বিপদে পড়েছে। ফলে নেশাদ্রব্যের ব্যবহার এবং বিক্রি দুই-ই এখন কমেছে, জনজীবনে ফিরেছে শান্তি। এতদিন ধরে জলপ্রত্যাশী চাতক পাখির মতো শান্তির প্রত্যাশী সে রাজ্যের জনসাধারণ এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ এবং ভোটও দেবে দু'হাত তুলে একথা অনস্বীকার্য।

কিন্তু পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিমুদ্রাকরণের প্রভাব কি দেশের পক্ষে অনুকূল? অনেক সময় অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য হয়। কারণ সেই নির্ভরশীলতা স্বল্পমেয়াদিভাবে লাভদায়ক হলেও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। বিমুদ্রাকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু এই আশঙ্কা মিথ্যে, কারণ অর্থনীতিতে বিমুদ্রাকরণের দ্বারা সংঘটিত দীর্ঘমেয়াদি লাভের কথা ইতিপূর্বেই বিদগ্ধমণ্ডলীর দ্বারা বহুচর্চিত। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বিমুদ্রাকরণ এক বিরল ঘটনা যখন দেশের স্বল্পমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি উপকার, রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতি ও কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী উন্নতি দুই-ই হচ্ছে একসঙ্গে। বিমুদ্রাকরণের মতো এক মহান যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত তাই গোটা দেশকে দেখাল এক শান্ত বর্তমান ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথ। রাজনীতির ওপর অর্থনীতির প্রভাব এক্ষেত্রে সত্যিই দেশের পক্ষে অনুকূল। ■

"বিমুদ্রাকরণের মতো এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গোটা দেশকে দেখাল এক শান্ত বর্তমান ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথ। রাজনীতির ওপর অর্থনীতির প্রভাব এক্ষেত্রে সত্যিই দেশের পক্ষে অনুকূল।"

উত্তরপ্রদেশ : বিজেপির সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল

সন্দীপ চক্রবর্তী

নির্বাচন কমিশন সমাজবাদী পার্টির নির্বাচনী প্রতীক সাইকেলের মালিকানা অখিলেশ সিংহ যাদবকে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ বলতে শুরু করেছেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেল। তাঁদের যুক্তি, সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের জোট হওয়ার ফলে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে যা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশেও তাই হবে। বিজেপি-বিরোধী ভোট ভাগাভাগি বন্ধ হবে। সপা-কংগ্রেস জোটের ক্ষমতায় ফিরতে কোনো অসুবিধেই হবে না। কিন্তু বিষয়টা যে এত সহজ নয় তার প্রমাণ মুলায়ম সিংহ যাদবের একটি মন্তব্য। নির্বাচন কমিশন অখিলেশের গোষ্ঠীকে প্রকৃত সমাজবাদী পার্টির তকমা দেবার পর মুলায়ম বলেন, 'অখিলেশ মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল!' উত্তরপ্রদেশে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ। জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির কুশলী খেলোয়াড় মুলায়ম সিংহ যাদব মুসলমানদের একটা বিরাট অংশের আস্থাভাজন। এছাড়া রয়েছে যাদব ভোট। মাঝবয়েসি এবং প্রবীণ যাদবদের কাছে মুলায়মের প্রভাব এখনও অম্লান। কথাটা অখিলেশও জানেন। কতকটা সেই কারণেই তিনি বাবাকে চটাতে চাইছেন না। কিন্তু তাতে নির্বাচনী পাটিগণিতে কোনো হেরফের হবে কিনা তা বলা শক্ত। কারণ মুলায়ম নিজেও এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে 'শহিদ' হয়ে যাওয়া মুলায়মকে বাগে আনা যে অখিলেশের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন হবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

এবার আসা থাক বিজেপি প্রসঙ্গে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'পরোক্ষ বিপ্লব' কথাটি বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির সৃষ্টি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সেই কাজটিই করে চলেছেন। তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আমরা পুরনো রুলিং ক্লাস কোয়ালিশনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অর্গানিক কোয়ালিশন তৈরি করবার প্রয়াস লক্ষ্য করছি। আরও যে বিষয়টা লক্ষ্য করছি সেটা হলো, জাতপাত ভিত্তিক সঙ্কীর্ণ পরিসর থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস। এখন প্রশ্ন হলো নরেন্দ্র মোদীর এই দিকদর্শন উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে কতটা সফল হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সাম্প্রতিক একটি বিতর্কের কথা তোলা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটবাতিল করার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে অখিলেশ সিংহ যাদব বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্তের ফলে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালও মোটামুটি একই অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু ঘটনা হলো সাধারণ মানুষ নোটবাতিলের সিদ্ধান্তকে সমর্থনই করেছেন। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় (ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস কৃত) উত্তরপ্রদেশের ৭৬ শতাংশ মানুষ নোটবাতিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ৫৮ শতাংশ মানুষ যারা নোটবাতিলের ফলে সমস্যার মুখোমুখি হয়েও একে সমর্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির উত্তরপ্রদেশের রাজ্য-সভাপতি কেশব প্রসাদ মৌর্য্য বলেন, 'নোটবন্দির ফলে বিপদে পড়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। সাধারণ গরিব মানুষের ক্ষতি হওয়া তো দূর, বরং উপকারই হয়েছে।' শুধু ধারণা বললে কম বলা হয়, কেশবপ্রসাদ মৌর্য্যের দৃঢ় বিশ্বাস, নোটবাতিল এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিডেরায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের জেরে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে অন্তত ৩০০ (মোট আসন ৪০৩) আসন পেতে পারে।

একই সুর শোনা গেছে বিজেপির প্রেসিডেন্ট অমিত শাহের কথাতেও। দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে তাঁর মন্তব্য, 'বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্ত গরিবদের কথা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে।' বিজেপির শীর্ষনেতারা জানেন বিমুদ্রাকরণের ফলে সাধারণ মানুষকে সাময়িক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এখনও কোনো কোনো সংবাদপত্রে এটিএমের সামনে অপেক্ষমাণ জনতার ছবি ছাপা হচ্ছে। তবুও বিজেপি উত্তরপ্রদেশ-সহ আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিমুদ্রাকরণের ইস্যুটিকে তুলে ধরতে চায়। তার কারণ নির্বাচনী ফলাফলের পরোয়া না করে সন্ত্রাসবাদ এবং কালো অর্থনীতির বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিক প্রয়াস সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করেছে। স্বাধীনতার পর ভারতীয়রা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের গুচ্ছ গুচ্ছ আর্থিক কেলেঙ্কারির সাক্ষী থেকেছে। কিন্তু কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বধর্ম পালন করতে দেখেনি। স্বাভাবিকভাবেই নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়েছে সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষায়। তার মধ্যে ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-অ্যাক্সিস কৃত সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে বিমুদ্রাকরণ কালোটাকার কারবারি ধনীদের বিরুদ্ধে গরিবের শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব গোয়া ও উত্তরখণ্ডে প্রথম সমীক্ষাটি করা হয়। সেই সময় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সম্ভাব্য আসন সংখ্যা ছিল ১৭০-১৮৩। প্রাপ্ত ভোটের সম্ভাব্য শতকরা হার ৩১ শতাংশ। অন্যদিকে বহুজন সমাজ পার্টির আসন সংখ্যা ১১৫-১২৪, ভোটের হার ২৮ শতাংশ। সমাজবাদী পার্টির আসন সংখ্যা ৯৪-১০৩, ভোটের হার ২৫ শতাংশ। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৮-১২, ভোটের হার ৬ শতাংশ। এরপর ৮ নভেম্বর নোটবাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো।

অনেকে ভাবলেন বিজেপির বিজয়রথ এবার নির্ঘাত থেমে যাবে। কতকটা সেই কারণেই ডিসেম্বরে আরেকবার করা হলো সমীক্ষাটি। এবারে প্রশ্নোত্তরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল বিমুদ্রাকরণ। কিন্তু নিন্দুকদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে বিজেপির সম্ভাব্য আসন সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ২০৬-২১৬-তে। আগেরবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে যাও বা কিছু আসন কম ছিল, এবারে তাও আর রইল না। অর্থাৎ বিমুদ্রাকরণের কোনো নেতিবাচক প্রভাব উত্তরপ্রদেশের সাধারণ ভোটারদের ওপর পড়েনি।

সমীক্ষা থেকে আরও জানা গেছে উত্তরপ্রদেশের বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ৬১ শতাংশ মানুষ এখনও বিজেপির পক্ষে। পাশাপাশি যাদব ব্যতীত অন্যান্য জনজাতি, বিশেষ করে কুর্মি ও মৌর্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজেপির জনপ্রিয়তা ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অগ্রগমন অন্য কোনো দলের নেই। বস্তুত যাদবদের বাদ দিলে অন্যান্য জনজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিজেপির জনপ্রিয়তাই ২০১৭-র উত্তরপ্রদেশে তাদের অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে বিজেপি যেবার প্রথম উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এসেছিল সেবারও বর্ণহিন্দুদের পাশাপাশি তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপির ঝুলি ভরিয়ে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তপশিলি সম্প্রদায়ের নেতা কল্যাণ সিংহ। এবারও পরিস্থিতি একইরকম। সুতরাং সাইকেলের মালিকানা বদল করে বিজেপিকে আটকে দেবার সম্ভাবনা কম।

একটা প্রশ্ন অনেকের মনেই ঘুরছে, উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরা এবার কার দিকে থাকবেন। মুলায়ম সিংহ যাদবের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী মুসলমানরা কি অখিলেশ সিংহ যাদবের নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টিকে বয়কট করবেন? মুজফ্‌ফরনগরের দাঙ্গার পর যার সম্ভাবনা নেহাত কম নয়। মুলায়ম সিংহ যাদবের বিশ্বাসভঙ্গের তত্ত্ব সেই সম্ভাবনা উসকে দেবার একটা প্রয়াসও হতে পারে। একথা অনস্বীকার্য, অখিলেশ এবং কংগ্রেসের জোট-সম্ভাবনায় মুসলমান ভোটের গুরুত্ব কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। যে-কোনো মূল্যে বিজেপিকে আটকানোর জন্য সকলেই চাইছে জনজাতি ও মুসলমান ভোট-ভাগ যথাসম্ভব বন্ধ করতে। মায়াবতীর বহুজন সমাজপার্টি এ ব্যাপারে সব থেকে এগিয়ে। এবারে তাদের প্রার্থীতালিকায় বর্ণহিন্দু রয়েছেন ১১৩ জন। অর্থাৎ জনজাতিদের ভোটভাগ হওয়া যে আটকানো যাবে না তা মায়াবতী-সহ সকলেই বুঝেছেন। তাই ভারতবর্ষের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ভোটের বাজারে মুসলমানরা আরও একবার হয়ে উঠেছেন তুরুপের তাস।

যে ভাবে পারো বিজেপিকে আটকাও— এটাই এখন উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত নীতি। কারণটি সর্বজনবিদিত। ব্র্যান্ড নরেন্দ্র মোদী যেভাবে ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে আর কয়েক বছর পর এদেশে রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে। ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির কাছে সব থেকে যেটা চিন্তার বিষয় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি আগেকার মতো শুধু হিন্দুত্বের কথা বলে না। তাদের নির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা আছে। মান্ধাতার আমলের প্রৌঢ়ত্বে আক্রান্ত যে ব্যবস্থা ভারতে চলে আসছে তা আমূল সংস্কার করার সৎসাহস রয়েছে। সাম্প্রতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিমুদ্রাকরণ তারই প্রমাণ। এই সাহসই নরেন্দ্র মোদীর ইউএসপি। তাঁর মস্ত সুবিধে এই মুহূর্তে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই যুবক। তাঁরা নরেন্দ্র মোদীর প্রো-অ্যাকটিভ মানসিকতায় নিজেদের ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন দেখতে পান। সুতরাং একা কেউ এমন একজন নেতাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। সেই কারণেই অখিলেশ যাদব-রাহুল গান্ধীরা দল বাঁধছেন।

এটা থেকে একটা বিষয় অন্তত স্পষ্ট, ভারতের অবিসংবাদী নেতা এখন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দল বিজেপি সমস্ত বিসংবাদ অতিক্রম করতে পারে কিনা এখন সেটাই শুধু দেখার। ■

১৯৯১ সালে বিজেপি প্রথম উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় আসে, সেবারও বর্ণহিন্দুদের পাশাপাশি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপির ঝুলি ভরিয়ে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তপশিলি সম্প্রদায়ের নেতা কল্যাণ সিংহ। এবারও পরিস্থিতি একইরকম। সুতরাং সাইকেলের মালিকানা বদল করে বিজেপিকে আটকে দেবার সম্ভাবনা কম।

উত্তরাখণ্ড-গোয়ায় সুবিধাজনক অবস্থায়; পঞ্জাব-মণিপুরে লড়াইয়ে বিজেপি

অভিমন্যু গুহ

আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে উত্তরপ্রদেশ বাদ দিয়ে আরও যে চারটি রাজ্যে নির্বাচন হতে চলেছে তার মধ্যে পঞ্জাব ও উত্তরাখণ্ডের ফলাফল ভারতীয় রাজনীতির নানা অঙ্কের পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন। অন্যদিকে মণিপুর ও গোয়ার ফলাফল ভারতীয় রাজনীতির অঙ্কের বিশেষ পরিবর্তন না ঘটাতে পারলেও তার প্রভাব পড়বে বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত। এর মধ্যে পাক-সীমান্তবর্তী পঞ্জাব ও উত্তর-পূর্বের মণিপুর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রের স্থায়িত্বের জন্যই বিজেপির ভালো ফল করা জরুরি। তাঁদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে মূলত পঞ্জাব। বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিজেপির জোটসঙ্গী শিরোমণি অকালি দলের বিরুদ্ধে পঞ্জাববাসীর ক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়েছে। আর এর সুযোগ নিতে দিল্লির রাজ্যপাট দায়সারাভাবে উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘাঁটি গেড়েছেন পঞ্জাবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এও মনে করেন যে পঞ্জাববাসী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও বিশেষ পছন্দ করেন না। বিশেষ করে দিল্লির যে বেহালদশা কেজরি ক্ষমতায় এসে করে ফেলেছেন, পঞ্জাবেও যে তাঁর পুনরাবৃত্তি হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রধানত এই কারণেই নভোজ্যোৎ সিং সিধু বিজেপিতে পাত্তা না পেয়ে আম-আদমি পার্টিতে প্রথমে ভিড়তে চাইলেও পরে সুযোগ বুঝে কংগ্রেসের হাত ধরেছে।

পঞ্জাবে বিজেপির ইমেজ এমনিতে খুবই ভালো। শিরোমণি অকালি দলের প্রতি পঞ্জাববাসীর মনে যতই ক্ষোভ থাকুক না কেন, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের পরিবারের প্রতি, কেন্দ্রীয় সরকার, নরেন্দ্র মোদী এবং সর্বোপরি বিজেপির প্রতি তাঁরা যে বেশ প্রসন্ন তা এবিপি নিউজ-লোকনীতি সি এস ডি এসের যৌথ জনমত সমীক্ষায় বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে।

এই জনমত-সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি-অকালি জোট ১১৭টি আসনের মধ্যে ৫০ থেকে ৫৮টি আসন পেতে পারে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যদিকে ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিসের সমীক্ষায় অকালি দলের প্রতি পঞ্জাববাসীর ক্ষোভের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। ঠিক এই কারণেই রাজ্য বিজেপি অকালি দলের হাত ছাড়তে চেয়েছিল। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার নজির দেখিয়ে জোটসঙ্গীর প্রতি যে মর্যাদা রেখেছেন তা বর্তমান রাজনীতিতে বিরল বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত। কেজরিওয়ালের দলের প্রতি পঞ্জাববাসীর আস্থা কমার আরও একটা বড়ো কারণ হচ্ছে এরাজ্য থেকে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে জয়ী চার সাংসদের মধ্যে দু'জনকে তার পরের বছরই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ২০১৪ সালে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যে একটা পরিচ্ছন্ন ইমেজ ছিল, যার সুফল লোকসভা ও দিল্লি বিধানসভায় তার দল পেয়েছিল; যত সময় গড়িয়েছে মানুষ বুঝতে পেরেছেন কেজরিওয়ালের ওই মুখোশের আড়ালে ধান্দাসর্বস্ব ও প্রশাসনিক বোধ-বুদ্ধিহীন মুখটাই ক্রমশ প্রকাশ্যে এসেছে এবং তাঁকে মুখ করে এগোনোর সাহস এখন তাঁর দলই হারিয়েছে। পাশাপাশি পঞ্জাবে কংগ্রেসের অবস্থা আরও খারাপ। যে কং-নেতা অমরিন্দর সিং সোনিয়া-রাহুলের পছন্দের প্রার্থী, দলের কর্মীদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাই নেই। বিশেষ করে ২০০৭ ও ২০১২-র পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পেছনে অমরিন্দরকেই দায়ী করছেন তাঁরা।

সুতরাং এমন লোককে দলের মুখ করলে এবারেও কী হাল হয় তা নিয়ে সন্দিহান খোদ কংগ্রেস-কর্মীরাই।

রাজনৈতিক মহল মনে করেন ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরাখণ্ডে ভোটের দিন ঘোষণায় সবচেয়ে স্বস্তি পেয়েছেন সে রাজ্যের মানুষ। কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াতের আমলে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। শুধু যে রাজ্যবাসীই মুখ্যমন্ত্রীর ওপর তিরিবিরক্ত তা নয়, কংগ্রেস কর্মীরাও তাঁর দুর্ব্যবহার থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছেন। ঠিক এই জন্যই গত বছর মার্চে নয় বিধায়ক কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন। ২০১২-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র থেকে কংগ্রেস মাত্র একটি আসন বেশি পেয়ে অন্যান্যদের সমর্থনে উত্তরাখণ্ডে সরকার গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী হন বিজয় বহুগুণা। এরপর ২০১৪-র জানুয়ারিতে কেদারনাথ বিপর্যয়ের কারণেই বিজয় সরে যান, তাঁর জায়গায় আসেন হরিশ রাওয়াত। কিন্তু রাজ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ক্ষোভ চরমে উঠলে যখন দলীয় বিধায়করা তাঁর পাশ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তখন ঘুষ দিয়ে এঁদের কিনে নিতে চান হরিশ। সেই সিডি প্রকাশ্যে এলে সিবিআই জেরার সামনেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। ঘুষ কাণ্ড প্রথমে অস্বীকার করলেও গত বছরের মে-তে তিনি কিন্তু সিডি-তে তাঁর উপস্থিতির কথা মেনে নিয়েছিলেন। এটা ছাড়াও গত দু-আড়াই বছরে উত্তরাখণ্ড জুড়ে যে হারে আর্থিক অপরাধ ও অন্যান্য অপরাধের মাত্রা বেড়েছে তাতে মুখ্যমন্ত্রী হরিশের বিরুদ্ধে জনরোষ ক্রমশ চড়ছে। জনমত সমীক্ষাগুলির ইঙ্গিতেও বিষয়টি ধরা পড়েছে।

রাজ্য হিসেবে গোয়ার আয়তন কম ঠিকই। কিন্তু সমস্ত ভৌগোলিক ও আর্থিক কারণ ছেড়ে দিলেও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে গোয়ার গুরুত্ব বোধহয় এটাই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্টই বলেছেন এরাজ্য থেকেই তিনি তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহকর্মীটিকে লাভ করেছেন। বলাই বাহুল্য এই শ্রেষ্ঠ সহকর্মীটি হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পর্রিকর। প্রাক্তন আই আই টি মনোহর ২০০১ সালে গোয়ায় জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু সে যাত্রায় সফল হননি তিনি। এরপর ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত গোয়া দেখে এক নির্ভীক, তেজস্বী বিরোধী দলনেতাকে। ২০১২-তে ফের জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন পর্রিকর।

গোয়ার মতো একটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাজ্যে যাবতীয় অপপ্রচার সত্ত্বেও বিজেপি-র এই সাফল্যের পেছনে পর্রিকরকেই কৃতিত্ব দেন রাজনৈতিকমহল। এরপর মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর একটি ছোট্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে সরাসরি নরেন্দ্র মোদীর কিচেন ক্যাবিনেটে ঢুকে পড়েন শ্রী পর্রিকর। হন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এবং তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় আজ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাল্টা আঘাত হানতেও প্রস্তুত।

তবে পর্রিকর দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর গোয়ার রাজনৈতিক আকাশে কিন্তু কালো মেঘ দেখা গিয়েছিল। নয়া মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত পার্সেকরকে মেনে নিতে চায়নি জোট সরকারের শরিকেরা। এমসিপি কিছুদিন আগে তাদের মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেয়। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে বিজেপি ও মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির জোটের সম্ভাবনা খুব কম। তবে গোয়ার রাজনৈতিক সমীকরণই এই মুহূর্তে বিশ্লেষকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঠেকছে।

শিবসেনা, আম-আদমি পার্টি, এমনকী এনসিপি পর্যন্ত গোয়ায় ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে এবং নিত্য-নতুন জোট সমীকরণ তৈরি হচ্ছে রাজ্যে। তবে পর্রিকর ফ্যাক্টরে বিজেপি এগিয়ে থেকেই দৌড় শুরু করবে। গোয়ার ভোটের ময়দানে, এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

২০১২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মণিপুরে ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪২টি , তৃণমূল ৭টি, মণিপুর স্টেট কংগ্রেস পার্টি ৫টি এবং অন্যান্যরা ৬টি আসন পেয়েছিল। গত লোকসভা নির্বাচনে সময় মণিপুর স্টেট কংগ্রেস পার্টির পাঁচ সদস্যই যোগদান করেন কংগ্রেসে। সব মিলিয়ে কংগ্রেসকে মণিপুরে যতই শক্তিশালী বলে মনে করা হোক না কেন, বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা।

গত ১ নভেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিলের অর্থনৈতিক অবরোধে মণিপুর বিপর্যস্ত। দুই এবং সাইত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ক্রমাগত

বিধানসভা নির্বাচন-২০১২
উত্তরাখণ্ড

দল		আসন
কংগ্রেস	—	৩২
বিজেপি	—	৩১
বহুজন সমাজপার্টি	—	৩
অন্যান্য	—	৪
মোট	—	৭০

বিধানসভা নির্বাচন-২০১২
পঞ্জাব

দল		আসন
শিরোমণি অকালি দল	—	৫৬
বিজেপি	—	১২
কংগ্রেস	—	৪৬
অন্যান্য	—	৩
মোট	—	১১৭

বিধানসভা নির্বাচন-২০১২
গোয়া

দল		আসন
বিজেপি	—	২১
কংগ্রেস ও সহযোগী	—	৯
মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি		৩
অন্যান্য	—	৭
মোট	—	৪০

বিধানসভা নির্বাচন-২০১২
মণিপুর

দল		আসন
কংগ্রেস	—	৪২
তৃণমূল	—	৭
মণিপুর স্টেট কংগ্রেস পার্টি		৫
অন্যান্য	—	৬
মোট	—	৬০

অবরোধের ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। এগুলিকে কেন্দ্র করে নাগা অধ্যুষিত সাতটি নতুন জেলা তৈরি হওয়া নিয়ে যে বিতর্কের আগুন জ্বলছে তা রোখার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম আইবোদি সিংয়ের পাহাড় প্রমাণ প্রশাসনিক ব্যর্থতাই সামনে চলে আসছে।

এই মুহূর্তে মণিপুরে ভোটের ময়দানে তিনটি বৃহত্তম শক্তি— বিজেপি, শাসক কংগ্রেস ও মণিপুর পিপলস পার্টি। সাতটি নতুন জেলা তৈরি থেকে শুরু করে এন এস সি এন আই এমের সঙ্গে দিল্লির শান্তি চুক্তি— মণিপুরে ভোটের ইস্যু কম নেই। তবে ভৌগোলিক কারণেই মণিপুরের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। এবং এক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই বিজেপি।

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা-উত্তরাখন্ড		
দল	ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস	এবিপি নিউজ-লোকনীতি-সি এস ডি এস
বিজেপি	৪১—৪৬	৩৫—৪৩
কংগ্রেস	১৮—২৩	২২—৩০
অন্যান্য	২—৬	—

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা-পঞ্জাব		
দল	ইন্ডিয়া টুডে-অ্যাক্সিস	এবিপি নিউজ-লোকনীতি-সি এস ডি এস
বিজপি-শিরোমণি অকালি	১৭—২১	৫০—৫৮
আম-আদমি পার্টি	৪২—৪৬	১২—১৮
কংগ্রেস	৪৯—৫৫	৪১—৪৯

নির্বাচনী ডায়েরি

প্রচারে নেই মুলায়ম

অখিলেশ সিংহ যাদব এবং রাহুল গান্ধীর রোড শো শেষ হবার আগেই মুলায়ম সিংহ যাদব জানিয়ে দিলেন সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের নির্বাচনী জোটে তিনি নেই। দলের প্রচারেও থাকবেন না। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানান, বিধানসভা নির্বাচনে সপা একা লড়লেও জিতত। সরকার গঠন করতেও তাদের কোনো অসুবিধে হোত না। সপার নতুন জোটসঙ্গী কংগ্রেসের প্রতি রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমি চিরকাল কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছি। কারণ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও কংগ্রেস দেশের জন্য কিছু করেনি। আমি এই অনৈতিক জোটের বিরোধী। তাই প্রচারেও থাকব না।'

সীমান্ত-সন্ত্রাস রুখতে পঞ্জাবে শক্তিশালী সরকার চাই : নরেন্দ্র মোদী

পঞ্জাব একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য। সেই কারণে সন্ত্রাস-মোকাবিলায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দলের জন্য দ্বিতীয়বার পঞ্জাবে ভোট চাইতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে শুধুমাত্র পঞ্জাবের ভাগ্যই নির্ধারিত হবে না, সমগ্র ভারতের ভবিষ্যত এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে। পঞ্জাব একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য। আমাদের প্রতিবেশী দেশটি ভারতকে বেকায়দায় ফেলার জন্য সবসময়েই পঞ্জাবকে নিশানা করতে চায়।' ভারতের নিরাপত্তা যে অনেকাংশে পঞ্জাবের ওপর নির্ভর করছে সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই রাজ্যে একটি শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন। যে সরকার রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে তুলবে।'

পঞ্জাব নির্বাচনে ৪০৮ জন কোটিপতি প্রার্থী

মোট যতজন প্রার্থী পঞ্জাবে আসন্ন নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ কোটিপতি। এই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন কংগ্রেসের প্রার্থীরা। কংগ্রেসের মোট ১০৩ জন প্রার্থী কোটিপতি। অন্যদিকে শিরোমণি অকালি দলের কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ৮৭ জন, আম আদমি পার্টির ৭১ জন এবং বিজেপির ২০ জন। কংগ্রেসের রাণা গুরজিৎ সিং এবারের নির্বাচনে সব থেকে ধনী প্রার্থী। তার সম্পত্তির মূল্য ১৬৮ কোটি টাকা। সদ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রাক্তন ক্রিকেটার নভজ্যোত সিংহ সিধু জানিয়েছেন তাঁর বার্ষিক আয় ৯ কোটি টাকা।

খাদির চরকায় মোদী নিয়ে বিতর্ক

খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের এবছরের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরিতে মহাত্মা গান্ধীর ছবির পরিবর্তে নরেন্দ্র মোদীর ছবি এবং গান্ধীজীর পরিবর্তে মোদীর চরকা কাটার ছবি স্থান পাওয়ায় বিতর্কের ঝড় তুলেছেন এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও ইতিহাসবিদ। বিতর্ক স্বাভাবিক। কারণ দীর্ঘদিন ধরে উল্লিখিত সংস্থার ডায়েরি-ক্যালেন্ডারে গান্ধীজীর ছবি বিজ্ঞাপিত হয়ে আসছে। তিনি ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। অসহযোগের কর্মসূচিতে তিনি বিদেশি পণ্য বর্জন, বিদেশি কাপড় বর্জন, হাতে তৈরি খাদি বা খদ্দরের বস্ত্র পরিধান, চরকায় কাটা সুতোয় খদ্দরের বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি কর্ম পালনের উপদেশ দেন। তখন ইংরেজ রাজত্ব। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর স্মৃতিতে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের প্রকাশিত ক্যালেন্ডার ও ডায়েরিতে গান্ধীজীর ছবি বিজ্ঞাপিত করে আসছে। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে খাদির জনপ্রিয়তা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। লোকসান পর্বত প্রমাণ। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে চলাটা নিশ্চয়ই সুখপ্রদ নয়। তাই লোকসানের জালে জর্জরিত খাদি গ্রামোদ্যোগ যখন ডুবতে বা উঠে যেতে বসেছে তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর হাল ধরেন। সত্যিই তাঁর উদ্যোগ, সহযোগিতা, প্রচার ও জাদুস্পর্শে খাদি ফিরে পেয়েছে তার প্রাণ এবং বিক্রি বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে একটি সরকারি রুগ্ন সংস্থা মোদীর হাত ধরে যদি উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তাহলে সেই সংস্থার বিজ্ঞাপনে মোদীর ছবি ব্যবহৃত হলে তাতে ক্ষতিটা কী? এতকাল তো মোদীর স্থানে গান্ধীজী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খাদির ভরাডুবি ঠেকানো যায়নি। আমরা চাই দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি। আর সেটা কার নেতৃত্বে হচ্ছে সেটাই বিবেচ্য। সেখানে গান্ধী মোদী নিয়ে বিতর্ক অনুচিত। গান্ধীজী

সম্মানীয় ব্যক্তি। তাই সর্বক্ষেত্রে তাঁর নাম বা ছবি ব্যবহার দৃষ্টিকটু ও অযৌক্তিক। এদেশেই তাঁর নামে অসংখ্য সড়ক, সংস্থা, সংগঠন, প্রকল্প, মাঠ-ময়দান নামাঙ্কিত হয়েছে, যা বিশ্বে বিরল। তাছাড়া ভারতের নোটে বিরাজমান তাঁর ছবি। এ রীতি অন্য দেশেও রয়েছে। নোটে গান্ধীজীর ছবি। আর সেটাই কি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়?

তবে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদান সর্বাধিক— এ তত্ত্ব ভুল। ইতিহাস বলছে, তিনি না থাকলেও দেশ স্বাধীন হোত। আসলে বর্তমান প্রজন্ম গান্ধীজী সম্পর্কে ততটা অবহিত নয়। তাঁর প্রচারও কম। বরং তারা মোদী সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞাত। তাঁর কর্মপদ্ধতি ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। মোদী তাদের কাছে প্রেরণা ও প্রত্যাশার উৎস। আর এই বাস্তব সত্যটাকে যাঁরা মেনে নিতে পারছেন না তাঁরাই করছেন মোদীর সমালোচনা। তুলছেন তাঁকে নিয়ে বিতর্ক। ইতিপূর্বে ৭ বার খাদির ক্যালেন্ডার থেকে গান্ধীজীর ছবি বাদ গিয়েছে। কই, তখন তো আজকের মতো এত বিতর্কের ঝড় ওঠেনি। আসলে এ হচ্ছে বিরোধীদের রুটিন সমালোচনা। করতে হয় তাই করেছেন।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

বরকতিকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?

কলকাতায় প্রকাশ্য সমাবেশে টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি 'নোট বাতিল কাণ্ডে' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেন। প্রধানমন্ত্রীকে 'পাপী' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর চুল, দাড়ি কামিয়ে সর্বাঙ্গে কালিলেপন করে দিলে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার 'ঘোষণা' করেন। সভায় শাসকদলের এক মুসলমান নেতা টেবিল চাপড়ে বাহবা তাকে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাটি খুব নরম, তাই সহজেই এখানে সাম্প্রদায়িক 'বিষবৃক্ষ' রোপণ করা যায়। যদি সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের পিছনে শাসক দলের মদত থাকে।

প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দলের কাজকর্ম, কোনো সিদ্ধান্ত ভাল নাও লাগতে পারে। সেজন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এহেন অশ্লীল ও জঘন্য ভাষায় গালাগাল দেওয়ার কারও অধিকার নেই। ইমাম বরকতির পুরস্কার ঘোষণার অঙ্কই বলে দিচ্ছে বরকতির কাছে কোটি কোটি কালোটাকা আছে। প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিল ঘোষণায় রাতারাতি টাকাগুলো সাধারণ কাগজে পরিণত হওয়াতেই বরকতির এত রাগ, বিষোদ্‌গার।

ইতিপূর্বে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার জন্য বরকতি মানুষকে উত্তেজিত করেন। খুন করার প্ররোচনা দেন। দাঙ্গা বাধানোর চক্রান্ত করেন। বরকতির বক্তব্য সেই মুসলমান অন্ধকার যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

শাসকদল সব জেনেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না ভোট রাজনীতির দিকে তাকিয়ে। কোনো মুসলমান দেশে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ইমাম বরকতি এ ধরনের বক্তব্য রাখলে তাকে জেল পচতে হোত। এটা ভরতবর্ষ এখানে যে যা খুশি করতে পারে, বলতেও পারে। চীন, রাশিয়া হলে গুলি করে হত্যা করত। ইমাম বরকতি একজন ধর্মীয় প্রতিনিধি। তার ধর্মকর্ম নিয়েই থাকা উচিত। সে কেন সরাসরি রাজনৈতিক ময়দানে? উদ্দেশ্য কী? নোট বাতিলের ফলে কারও ধর্মেকর্মে তো কোনো অসুবিধা হয়নি। বরকতিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

মুখোশ খুলতে হবে

বর্তমান সময়ে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে অর্থ আর ক্ষমতাই প্রধান। একসময় মান-সম্মান নিয়ে মানুষ চিন্তিত বা লালায়িত ছিল। কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিপন্ন হওয়ার কারণ হয়ে উঠেছে রাজনীতি।

দু'টাকা কেজি দরে চাল গম পাওয়া যাদের উপর নির্ভর করে কিংবা যারা যখন প্রমোশন আটকে দিয়ে পানিশমেন্ট হিসাবে বদলি করে দিতে পারে মাও-অধ্যুষিত কোনো প্রত্যন্ত এলাকায়। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকতে হয়--- বোঝেন তো সব। এখনকার রাজনৈতিক দাদাদের হাতে থাকে ভৈরব বাহিনী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর— সবাই তটস্থ তাদের ভয়ে। ক্ষমতায় এলেই তারা পাল্টে যায়। তারা দিনকে রাত, রাতকে দিন মনে করে মদ মাংসের ফিস্টিতে বেশ মজে থাকে। ভোটের সময় এলেই শুধু কেন— তার আগে পরেও তাদের কাজে লাগে। চমকানো, ধমকানো এমনকী গুলি করে মেরে দেওয়া কিংবা মার্ডার কেস দিয়ে জেলের ঘানি টানানোও তো তাদের দিয়েই হয়।

বর্তমানে দেশ এক দুষ্ট সংস্কৃতির কবলে। খুন, ধর্ষণ, তোলাবাজি--- বোমা আর পিস্তলের ছড়াছড়ি। অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় কত মানুষ ছটফট করছে। এরকম পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসতে হবে শুভশক্তিকে। অশুভ শক্তির অপ্রতিরোধ্য যাত্রা আটকে দিতে হবে পথেই। এর জন্য প্রয়োজন মানুষকে আরও শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা। অবশ্যই ইতিহাস সচেতন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আত্মস্বার্থপর। এদেরকে চিহ্নিত করে প্রতিবন্ধকতার আবর্তে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পেশিশক্তির বিরুদ্ধে পেশিশক্তিকেই ব্যবহার করতে হবে। অর্থের বিরুদ্ধে অর্থ, কূটনীতির বদলে পাল্টা কূটনীতি। অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রচারাভিযান চালতে হবে। অবশ্যই জনদরদি ভাবমূর্তি নিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার ভড়ং দেখিয়ে ফোড়ন কাটছে তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে আমাদের। সেই সঙ্গে স্বার্থলোলুপ এই শ্রেণীর শ্রেণীচরিত্রও ইতিহাসের আলোয় পরিসংখ্যান দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে জনগণের চোখে যে ঠুলি পরিয়েছে— আমাদের উচিত সেই ঠুলিটা সরিয়ে দেওয়া।

—**বারিদবরণ বিশ্বাস,** বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

দল ভাঙানোর খেলা, গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক

২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দ্বিতীয়বার ক্ষমতার অলিন্দে বসেছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন তেন প্রকারে বিরোধী শিবিরের জনপ্রতিনিধিদের দল ভাঙিয়ে এনে ক্ষমতা দখল করা। এই ফর্মুলা অনুযায়ী তারা বিরোধী শিবিরের একের পর এক পুরসভা গ্রাম- পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলি দখল করে নিচ্ছে। এরকম কিছু বোর্ড ও তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছে যেখানে তাদের একজনও জনপ্রতিনিধি ছিল না। অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে এখন পিছন দিক থেকে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি কায়েম হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দল ভাঙানোর খেলা প্রধানত দুটি উপায়ে করছে। এক জনপ্রতিনিধিদের ভীতিপ্রদর্শন এবং দুই, অর্থের প্রলোভন দিয়ে। জনপ্রতিনিধিদের প্রথমে অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়। কিন্তু কোনো কোনো জনপ্রতিনিধি যারা নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী তারা অর্থের প্রলোভনে পা দিচ্ছেন না, তখন তাদের মিথ্যে মামলা দেওয়ার ভয় দেখানো হচ্ছে। পরিশেষে সেই জনপ্রতিনিধি নিজেকে বাঁচাতে তৃণমূল কংগ্রেস নামক দলটির কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করছে। আর এই ভাবেই শাসকদল আজ রাজ্যকে বিরোধী শূন্য করার চক্রান্ত করেছে।

কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের একটি সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। বিরোধী শিবির শাসকদলের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্র গঠন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আজকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ছলে-বলে-কৌশলে বিরোধী শিবির ভাঙিয়ে গণতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। এইরকম ভাবে চলতে থাকলে শাসকদলের স্বৈরাচার দিনের পর দিন প্রকট হতে থাকবে এবং সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার হারাতে থাকবে।

কোনো সভ্য সমাজে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা গণতন্ত্রের হত্যাতে মান্যতা দিতে পারে না। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে আরও সদর্থক ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে। যেমন দলত্যাগ বিরোধী আইনকে আরও কঠোর করা প্রয়োজন। আমার মতে যতজন সদস্যই দল ত্যাগ করুক না কেন তাদের প্রত্যেককে সেই পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে সেখানে পুনর্নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেই দল ভাঙানোর খেলা বন্ধ হবে এবং গণতন্ত্রও রক্ষা পাবে। গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের সুরক্ষার রক্ষাকবচ। তাই গণতন্ত্র সুগঠিত হলে সাধারণ মানুষও ভালো থাকবে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

—**অসীম সাহা,**
বীরনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক

অমিত ঘোষ দস্তিদার

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গের সন্ধান মানবজাতি একমাত্র যে অলৌকিক জ্ঞানের সাহায্যে পেতে পারে সেই অলৌকিক জ্ঞানই হলো বেদ। বেদ এমনই এক শব্দ যার ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ 'জ্ঞান'। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনো মনুষ্যের দ্বারা রচিত নয়। বেদ চিরন্তনভাবে নিত্য ও স্বতসিদ্ধ, অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘ্য। বেদ প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান দলিল। কল্পনাতে এই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, কল্পনারম্ভে ঋষিদের পবিত্র মনীষায় তা পুনরুদ্ভাসিত হয়।

বেদের মন্ত্রগত পদের অর্থবোধের সহায়করূপে গুরুত্ব সহকারে বৈদিক যুগেই নিরুক্ত নামে যে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার রচয়িতাকেই বলা হয় নিরুক্তকার। নিরুক্তে বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশপূর্বক অর্থবিচার করা হয়েছে। শুধু অর্থের বা শব্দের ব্যাখ্যা নয়, মন্ত্রেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিরুক্তে। যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে দুর্বোধ্য বৈদিক মন্ত্রের অর্থব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। বেদ ব্যাখ্যার প্রয়াসই হলো বেদাঙ্গ। তাই নিরুক্ত হলো অন্যতম একটি বেদাঙ্গ। বস্তুত বেদচর্চার সুবিধার জন্য বৈদিক যুগেই ছয়শ্রেণীর বেদাঙ্গগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তাদেরই অন্যতম নিরুক্ত।

মহর্ষি যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে 'ঋষি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলেছেন— 'ঋষ্' ধাতু গমন করা অর্থ বোঝায়, তাই সেখান থেকে ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি। যাস্ক বলেছেন— 'ঋষিদর্শনাৎ, তদ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ অভ্যানর্ষত্তদৃষী-নামৃষিত্বম্।' অর্থাৎ দর্শনহেতু ঋষিদের ঋষিত্ব। তপস্যমান ঋষিদের নিকট স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ স্বয়ং গমন করেছিলেন, সেই জন্য তাঁদের ঋষি বলা হয়। যাস্ক ঋষিগণের মধ্যে তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। যাঁরা কঠোর আত্মসংযম ও তপস্যার দ্বারা বাক্‌কে অধিগত করেছেন তাঁরা 'সাক্ষাৎকৃতধর্মা'। তাঁরাই দর্শনহেতু ঋষি। তাঁদের নিকট থেকে উপদেশের দ্বারা যাঁদের মন্ত্রজ্ঞান হয়েছে তাঁরা শ্রবণের দ্বারা ঋষিত্ব অর্জন করে শ্রুতর্ষি হয়েছেন। তাঁরাও দ্রষ্টা। আরও পরবর্তীকালে মেধা ও স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় যাঁরা বেদজ্ঞানের সহায়ক রূপে বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র রচনা করেছিলেন তাঁরা দ্রষ্টা না হলেও ব্যাপক অর্থে ঋষি। বৈদিক যুগের শেষ পর্বে অন্যতম বেদাঙ্গ নিরুক্তের রচয়িতা যাস্কাচার্য কমপক্ষে প্রায় ছয়শত বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে সংস্থাপন করেছেন। নিরুক্তকার যাস্কাচার্যই বেদব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠাপক বলে মনে করা হয়। যাস্কাচার্য স্পষ্টভাবে বলেছেন বেদমন্ত্রের অর্থনির্ণয়ের অক্ষমতার দোষ বেদমন্ত্রের নয়, বরং তা হলো পরবর্তীদের শব্দজ্ঞানের অভাব। যাস্কের পরবর্তী বেদমন্ত্রব্যাখ্যাতা হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন সায়ণাচার্য।

বেদের প্রতিটি মন্ত্রপাঠের সময় 'দেবতা' সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। 'দেব' এবং 'দেবতা' শব্দ দুটি সমানার্থক। দেবশব্দের উত্তর তল্‌প্রত্যয়যোগে 'দেবতা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। নিরুক্তকার যাস্কাচার্যের কাছ থেকে 'দেব' শব্দ সম্বন্ধে তাঁর নির্বাচন মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে,— 'দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো বা ভবতি'। অর্থাৎ যিনি দান করেন তিনি দেবতা অথবা যিনি দীপ্তরূপে প্রকাশিত হন বা অপরকে দ্যোতিত করেন তিনি দেবতা। যিনি দ্যুস্থানীয় অর্থাৎ দ্যুলোকের অধীশ্বর তিনিও দেবতা। নিরুক্তকার যাস্ক দেবতা সম্বন্ধীয় যে উক্তি করেছেন তা হলো— 'দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।' অর্থাৎ দেবগণের আত্মা এক, তাঁরা বহুরূপে স্তুত হন। তিনি দেবগণের কার্যকলাপ বিচার করে স্থানভেদে মূলত তিনজন দেবতাকে স্বীকার করেছেন— পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকে বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোক সূর্য। যাস্কের মতে অন্যান্য দেবগণ প্রকৃতপক্ষে এই তিন দেবতারই অবস্থা বা কার্যভেদমাত্র--- তাসামেব ভক্তিসাহচর্য্যাদ্ বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি।

মহর্ষি যাস্ক তাঁর নিরুক্তগ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে বলেছেন— 'যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামাথ পত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি'। অর্থাৎ ঋষি যা কামনা করে যে দেবতার স্তুতি করতেন, তা সেই দেবতার মন্ত্র। যাস্ক যাজ্ঞিকগণের বহুদেবতা মান্যতা এবং অধ্যাত্মবাদীদের একদেবতা মান্যতারও উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

ঋক্‌বেদের বহু সুক্তে ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে বৃত্র নামক অসুরকে বধ করে জলাধারকে মুক্ত করেছেন এরকম উল্লেখ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ বেদাঙ্গকার যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তগ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে ওই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ এবং নিরুক্তকারগণের মতবাদকে মান্যতা দিয়ে, তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা কিন্তু অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। তিনি জানিয়েছেন— বিষয়টি আসলে বজ্র-বিদ্যুৎ-সহযোগে মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণের একটি রূপক। যেহেতু মেঘের জল ও বিদ্যুতের সংমিশ্রণে বৃষ্টি হয়, সেই হেতু বজ্র ও ঝঞ্ঝার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে ইন্দ্র এবং মেঘরূপী বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন— এমনই কল্পনাবিষয় ঋক্‌বেদের বহু সূক্তে স্থান পেয়েছে।

অগ্নি সম্বন্ধে যাস্কাচার্য জানাচ্ছেন যে, দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হবির বহন এবং দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আবাহন— এই দুটিই অগ্নির প্রধান কার্য। ইন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলছেন— ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থানীয় দেবতা। ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি ইন্দ্ ধাতু থেকে, যার অর্থ বর্ষণ। সুতরাং ইন্দ্র অর্থে বর্ষণকারী বা বৃষ্টিদাতা আকাশ। সূর্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন— সূর্য দ্যুলোকের দেবগণের প্রতিনিধি স্থানীয় দেবতা। তিনি সূর্য শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যায় লিখেছেন— সূর্যঃ সর্ত্তেবা, সুবর্তেবা, স্বীর্য্যতের্বা। ভাষ্যকার দুর্গাচার্য যাস্কের উক্তির ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— সর্ত্তেবা সূর্যঃ, সুবর্তেবা, প্রসবার্থস্য স এব হি ইদং সর্বং প্রসূবতি জনয়তীত্যর্থঃ। অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিশ্বভুবনকে প্রসব করেন বা নবরূপে প্রকাশ করেন তিনিই সূর্য। সূর্যের স্তুতির ক্ষেত্রে ঋগ্বেদে সূর্যোদয়ের পূর্বরূপকে 'সবিতা' এবং উদয়কাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আবার তিনিই 'সূর্য' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আচার্য যাস্কও তাঁর নিরুক্তে সবিতৃদেবের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— ''তস্য কালো যদা দ্যৌরপহততমস্কাকীর্ণরশ্মির্ভবতি''। অর্থাৎ 'যখন দ্যুলোক থেকে অন্ধকার অপগত হয় এবং উদীয়মান সূর্যমণ্ডলের আভায় আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়, তখনই সবিতৃদেবতার কাল।' সবিতাই সূর্যকে অনয়ন করেন। সবিতা এবং সূর্য মূলত একই হলেও রূপগত দিক দিয়ে তাঁরা ঋক্‌বেদে পৃথক্‌ভাবে স্তুত।

হিন্দু ধর্মের পরিচয়পত্র

রবীন সেনগুপ্ত

হিন্দুধর্মের আদি নামগুলি হলো— সনাতন ধর্ম, বৈদিক ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং দেবধর্ম। হিন্দু শব্দটি পূর্বে একটি ভৌগোলিক শব্দ ছিল। বর্তমানে সনাতন ধর্মের প্রচলিত নাম হিসেবে হিন্দু শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। সংবিধানেও হিন্দু নামটির স্বীকৃতি রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ-সহ এযুগের হিন্দুধর্মের মহীরুহরা সকলেই সানন্দে হিন্দু নামটিকে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং হিন্দু একটি ধর্ম এবং একই সঙ্গে হিন্দুত্ব হলো জীবনযাপনের সমস্ত প্রকারের উপায়গুলির সমাহার।

ইসলামের স্রষ্টা যেমন হজরত মহম্মদ, খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যেমন যীশু খ্রিস্ট, হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক তেমন একজন মানুষ নন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন ভগবৎ কোটির দেবতা মায়াশক্তির সাহায্যে সনাতন ধর্ম ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত করে থাকেন।

হিন্দুধর্মের মুখ্য সম্প্রদায় হলো ৮টি। যথা— বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর, বেদান্তবাদী, প্রকৃতিপূজক ও মানবতাবাদী। এর মধ্যে বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণকে ও রামায়েত বৈষ্ণবরা রামসীতাকে প্রধান উপাস্য রূপে মানে। শৈবরা শিবকে, শাক্তরা মা দুর্গা ও মা কালীকে, গাণপত্যরা গণেশকে প্রধান আরাধ্য রূপে গণ্য করে। সৌররা সূর্যদেবকে ইষ্টরূপে মান্য করে। ছটপরব এদের প্রধান উৎসব। বেদান্তবাদীরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। ভারতের জনজাতি বা বনবাসী গোষ্ঠীদের প্রকৃতি পূজক বলা হয়। প্রকৃতির নানা অংশকে পূজা অবশ্য হিন্দুদের সব সম্প্রদায়ের মানুষই করে থাকে। মানবতাবাদীদের প্রধান উপাস্য মানুষ। মানবতাবাদীরা অনেকেই দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না। হিন্দুত্বকেও অস্বীকার করে।

এছাড়া শিখ, বৌদ্ধ, জৈনরাও হিন্দু ধর্মেরই শাখা সম্প্রদায়। তবে তা এরা সব সময় স্বীকার করে না।

ইসলামের প্রধান কেন্দ্র যেমন মক্কা, খ্রিস্টানদের প্রধান কেন্দ্র যেমন ভাটিক্যান সিটি, সনাতন হিন্দু ধর্মের আদি কেন্দ্র তেমন বারাণসী। এছাড়াও মথুরা-বৃন্দাবন, পুরী, গয়া, দ্বারকা, তিরুপতিধাম, পুষ্কর, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, মায়াপুর-নবদ্বীপ, কামাখ্যা— এগুলিও হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

হিন্দুদের মূল উপাস্য দেবদেবী হলো তেত্রিশ জন। এদের তেত্রিশ কোটির দেবদেবী বলা হয়। 'কোটি' অর্থ স্তর বিশেষ। যেমন উচ্চ কোটির সাধক অর্থ উচ্চস্তরের সাধক। পূর্বে প্রধান তেত্রিশ কোটিতে যারা ছিলেন বর্তমানে তাতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন হিন্দুদের প্রধান তেত্রিশ জনপূজিত দেবদেবী হলেন— রাধাকৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, কালী, রাম-সীতা-হনুমানজী, ব্রহ্মা-গায়ত্রী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ, ইন্দ্র-বরুণ, অগ্নি, কুবের, ধর্মরাজ, ভারতমাতা, গোমাতা, গঙ্গামাতা, নর্মদামাতা, তুলসীদেবী, মনসাদেবী, ষষ্ঠী, ভৈরব, বলরাম, শনিদেব, সূর্যদেব, বায়ুদেব, বিশ্বকর্মা ও আপন আপন গুরুদেব। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মহাভারতের অপ্রধান চরিত্র সুভদ্রা

দেবীপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারতের অপ্রধান নারী চরিত্র হিসাবে গণ্য করলেও সুভদ্রা কিন্তু মোটেই অপ্রধান চরিত্র নন, মহাভারতের বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে সুভদ্রা চরিত্র যা কোনো ভাবেই নগণ্য নয়। বসুদেবের কন্যা ছিলেন সুভদ্রা। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগ্নী। সুভদ্রার জননীর নাম ছিল রোহিণী। বলরাম ছিলেন তাঁর সহোদর জেষ্ঠ ভ্রাতা।

পূর্বশর্ত অনুসারে দ্রৌপদী যখন যুধিষ্ঠির-সহ অবস্থান করছিলেন তখন অর্জুন দ্রৌপদীর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য বারো বছরের জন্য গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। ওই বারো বছরকাল অর্জুনের ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে অরণ্যবাসের কথা। কিন্তু আমরা দেখি ওই দ্বাদশ বছর অর্জুন অরণ্যবাস না করে দেশ ভ্রমণে রত ছিলেন। নানান দেশ ও তীর্থ ভ্রমণ করে অর্জুন প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হন। তাঁর আগমনের বার্তা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হন। তারপর সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে সুরম্য রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হন ও কয়েকদিন অবস্থান করতে থাকেন। ওই সময় কৃষ্ণ ও অন্ধকবংশীয়গণের এক বিশেষ উৎসব উৎযাপন উপলক্ষে রৈবতক মুখরিত ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ওই উৎসবে তরুণী সুভদ্রা সখীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে যোগদানের জন্য উপস্থিত হন। সুভদ্রা অত্যন্ত সুন্দরী। সুভদ্রাকে দেখেই অর্জুন মুগ্ধ হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনোভাব বুঝতে পারেন। সখা হিসাবে তিনি অর্জুনের সঙ্গে পরিহাস করতে থাকলে অর্জুন তাঁর মনোভাব গোপন করতে পারেননি। অধিকন্তু তিনি কীভাবে সুভদ্রাকে লাভ করতে পারেন সেই পরামর্শ ও উপদেশ প্রার্থনা করেন। অর্জুনের কথাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে সম্মত হন।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে কৃষ্ণের রথ নিয়ে অর্জুন মৃগয়া করবার ছলে রৈবতক পর্বতের আশে পাশে ঘুরছিলেন। এদিকে রৈবতকে পূজার্চনা সম্পন্ন করে সুভদ্রা দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য সুভদ্রার সঙ্গে কথা পরিচয় প্রভৃতি সম্পন্ন হয়েছিল। যাইহোক পথিমধ্যে অর্জুন সুভদ্রাকে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। যখন দ্বারকায় এই সংবাদ পৌঁছলো, তখন সকলেই অর্জুনের উপর ক্ষিপ্ত হলেন। অর্জুনের আচরণে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়রা অত্যন্ত অপমান বোধ করে বলরাম-সহ সকলেই অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ নানা যুক্তি ও কথার দ্বারা বলরামকে শান্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সুভদ্রা হরণকে ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত বলে বলরাম-সহ সকলকে বোঝাতে সক্ষম হলেন। এরপর সকলে মিলে পরম সমাদরে অর্জুন ও সুভদ্রাকে দ্বারকা নগরীতে ফিরিয়ে আনলেন। সত্যভামার উদ্যোগে মহাসমারোহে দ্বারকায় সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। এরপর বৎসরাধিককাল পরম সুখে দ্বারকায় বাস করে সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। এখানে মহাভারতকার সুভদ্রার এক সুন্দর রূপ বর্ণনা করেছেন— 'গোপালিকা বপুঃ' অর্থাৎ গোপালিকার বেশে। আর পোশাক কী? —'রক্ত কৌশেয়বাসিনীম্' অর্থাৎ আমাদের বাঙালি মেয়েদের মতো লালপেড়ে শাড়ি পরিয়ে গোয়ালিনীর বেশে রাজঅন্তঃপুরে পাঠালেন।

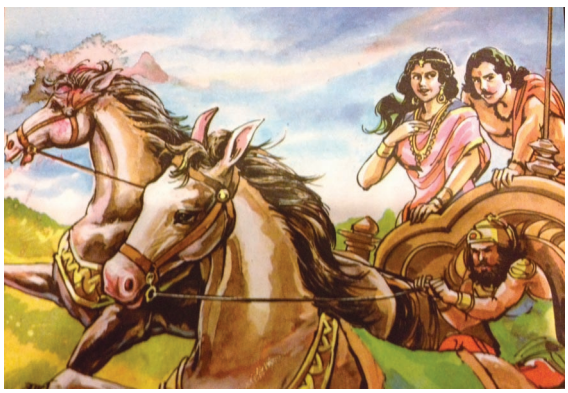

রাজঅন্তঃপুরে গিয়ে সুভদ্রা প্রথমে শাশুড়ি কুন্তীদেবীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন এবং পরে দ্রৌপদীকে প্রণাম করে বললেন— 'আমি তোমার পরিচারিকা'। দ্রৌপদী অবশ্য সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করে বললেন— 'তোমার পতি শত্রুহীন হোন'। এখানে আমরা সুভদ্রার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাই। নিজ গুণে ও ব্যবহারে সুভদ্রা রাজঅন্তঃপুরের একজন ও দ্রৌপদীর একান্ত অনুগতা হয়েছেন। অপরদিকে দ্রৌপদীও তাঁকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন। যথাকালে সুভদ্রা এক পুত্রের জন্মদান করলেন। এই পুত্রই মহাবীর অভিমন্যু। পাশা খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবগণ যখন বনবাস যাত্রা করেন তখন সুভদ্রা পুত্র-সহ তাঁর পিত্রালয়ে ভাইদের কাছে ছিলেন। এরপর অভিমুন্যের বিবাহের সময় আমরা সুভদ্রাকে উপপ্লব্য নগরীতে দেখতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রার দাদা হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর— নররূপে নারায়ণ, তা বিশ্বাস করতেন। কারণ পরীক্ষিত মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করলে পুরনারীগণ বিলাপ করতে করতে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। আশ্রমিক পর্বে লক্ষ্য করা যায় যে প্রৌঢ় বয়সেও সৌন্দর্য্য অটুট, চন্দ্রের লাবণ্য তাঁর দেহে আশ্রয় করে রয়েছে। আশ্রমে অবস্থানকালে তিনি দ্রৌপদী-সহ কুন্তিদেবীকে দর্শনের জন্য গিয়েছিলেন এবং ব্যাসদেবের কৃপায় পরলোকগত পুত্র দর্শন করেন।

এরপর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী-সহ মহাপ্রস্থানকালে পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে ও বজ্রনাভিকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে স্থাপন করে যুধিষ্ঠির সুভদ্রার হাতে তাঁদের উভয়কে সমর্পণ করে বললেন— 'তুমি এদেরকে রক্ষা করবে। তোমার চিত্ত যেন অধর্ম পথে না যায়।'

এখানেই আমরা সুভদ্রার উপস্থিতি শেষ লক্ষ্য করি। এরপর সুভদ্রা সম্বন্ধে মহাভারতকার আর কিছু বলেননি। ■

মায়ের স্কুলে ছাত্র সবাই

বোনের আজ প্রথম স্কুল। তমাল আগেই তৈরি হয়ে গেছে। মা বোনকে তৈরি করে দিচ্ছে। স্নান করানো, স্কুল ড্রেস পরানো, বই গুছিয়ে ব্যাগে ভরা সব কিছু করে দিচ্ছে। তিয়াও স্কুলে যাওয়ার আনন্দে মায়ের কথামতো সব করছে, একটুও জেদ করছে না। মা খুব খুশি, তিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও যেন নতুন কিছু একটা শুরু হতে চলেছে। কত ব্যস্ততা! অফিসে যাওয়ার আগে বাবা ওদের দুজনকে স্কুলে দিয়ে যাবে। ছুটি হলে মা নিয়ে আসবে।

বেরোনোর সময় মা পইপই করে তিয়াকে বলল— স্কুলে গিয়ে দুষ্টুমি করবে না, কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না, হাত ধুয়ে টিফিন খাবে, স্যার ম্যাম যা বলবেন তা শুনবে। তারপর তমালকে বলল— বোনের খেয়াল রাখবে। ও ছোট, প্রথম স্কুলে যাচ্ছে। ও কিন্তু কিছু বোঝে না।

বাবাকেও ভাত বেড়ে দিতে দিতে বলেছে— শোনো, তুমি কিন্তু আজ ওদের গেটে ছেড়ে দিয়েই চলে যেও না। কিছুক্ষণ থেকো স্কুলের সামনে। বাড়ির কাউকে দেখতে না পেলে তিয়া কিন্তু কান্নাকাটি করবে। মা একে একে কী সুন্দর করে সবাইকে বলে দিচ্ছে, কাকে কী করতে হবে। তমালের মনে হয় মা যেন সবার ম্যাম। মা বোনকে শেখায়, ওকে শেখায়, আবার বাবাকেও শেখায়। অদ্ভুত, মা যাকে যা বলে সবাই তাই করে। হরিদা সকালে বাজারে যায়। বাজার থেকে কী কী আনতে হবে, কতটা আনতে হবে মা বলে দেয়। হরিদা একটু ভোলা মনের মানুষ, মাঝে মাঝে ভুল করে। মা তখন তাকে জোর বকুনি দেয়। তমাল হরিদাকে একদিন বলেছিল— মা তোমাকে কত বকে, তবু তুমি রাগ করো না কেন? শুনে হরিদা বলেছিল— মা কী আর এমনি এমনি বকে, ভুল করলে বকে। মা তো শুধু বকে না, সবাইকে কত আদর করে। মা যখন আদর করে তখন বকুনিটা পুষিয়ে যায়।

তমাল ভাবে, তাই তো। তাকেও তো মা কত বকে। পরে আবার আদর করে বুঝিয়ে দেয় সে কী ভুল করেছে। তমাল স্কুলে যেতে যেতে ভাবে তাদের বাড়িটাও যেন একটা স্কুল। আমরা স্কুলে গিয়ে শুধু অঙ্ক, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল শিখি, কিন্তু মা আমাদের আরো কত কিছু শেখায়। মা শেখায় কীভাবে দাদা-দিদার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে হবে, যাতে তাঁরা কখনো মনে দুঃখ না পান। স্কুলের স্যারেদের সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে, সেটাও মা শিখিয়ে দেয়। দু-তিনদিন আগে পাড়ার রিন্টুর সঙ্গে তমালের ঝগড়া হয়েছিল। তমাল রিন্টুকে বলেছিল— তুই আমাদের বাড়ি খেলতে আসবি না। এই শুনে মা তো খুব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল— বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হলেও এরকম কথা বলতে নেই। ভালো ছেলেরা ওসব বলে না।

সারাদিন মায়ের কত কাজ। রান্না করা, পুজো করা, দাদু দিদাকে খাওয়ানো, ছাদের বাগানে গাছের পরিচর্যা করা। এত কিছুর মাঝেও মা সবার খেয়াল রাখে। আজ অফিসে যাওয়ার আগে মা বাবাকে আর একটা কাজ দিয়েছিল। সেটা হলো দিদানের ওষুধ নিয়ে আসা। কিন্তু বাবা তা একেবারে ভুলে গেছে। রাতে মা তখন হরিদাকে পাঠিয়ে ওষুধ আনিয়ে নিল। সংসারের এতকাজ মা একা নিজের হাতে সামলায়। তমাল ভাবে মা কি তাহলে প্রধানমন্ত্রী! মা-ও তো প্রধানমন্ত্রীর মতো সবদিক সামলায়। পার্থক্য শুধু একটাই, প্রধানমন্ত্রী দেশ চালান আর মা সংসার চালায়।

স্কুলে অঙ্কের ম্যাম যখন অঙ্ক করান তমালের তখন মায়ের কথা মনে পড়ে। ম্যামের মতো মায়েরও কখনো কিছু ভুল হয় না; বরং উল্টো, বাকিরা ভুল করলে মা তা শুধরে দেয়। মা যখন শেখায় তখন বাবা, হরিদা, দাদু, দিদান সবাই মন দিয়ে তা শোনে। সবাই যেন তখন মায়ের ছাত্র হয়ে যায়। পড়ার স্কুল আর মায়ের স্কুল তমালের দুটোই খুব ভালো লাগে। পড়ার স্কুলে পড়ে শিখতে হয়, আর মায়ের স্কুলে আচরণে শিখতে হয়।

ত্রিদিব সোম

রাজ্য পরিচিতি

চণ্ডীগড়

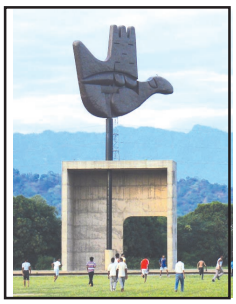

চণ্ডীগড় ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এটি পঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের রাজধানী হলেও প্রশাসনিকভাবে এই দুইয়ের কোনোটিরই অধীনস্থ নয়। পঞ্জাবের রাজ্যপাল চণ্ডীগড়ের শাসনকর্তা। চণ্ডীগড় নামের আক্ষরিক অর্থ হলো দেবী চণ্ডীর গড় বা দুর্গ। জীবনযাত্রার মানের নিরিখে এই অঞ্চল ভারতের অন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পঞ্জাব রাজ্যটির অর্ধেক পাকিস্তানে চলে যায়। পুরাতন রাজধানী লাহোরও পাকিস্তানের অংশে পড়ে। তখন ভারতের অংশটির জন্য নতুন একটি রাজধানীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপযুক্ত কোনো শহর না থাকায় একটি নতুন শহর তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়, জন্ম হয় চণ্ডীগড় শহরের। চণ্ডীগড়ের আয়তন ১১৪ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮৬ জন। এখান থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উঠে এসেছেন, তার মধ্যে ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে কপিল দেব, যুবরাজ সিং, মিলখা সিং, হরভজন সিং প্রমুখ। এখানে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির নাম হলো সুখনা লেক, রক গার্ডেন, রোজ গার্ডেন ইত্যাদি।

এসো সংস্কৃত শিখি

पुनः आगच्छन्तु।
আবার সকলে আসবেন।
एतत् कष्टकरं न।
এটা কোন কষ্টের নয়।
किम् आनीतवान ?
কী এনেছেন?
भवन्तं कः उक्तवान् ?
আপনাকে কে বলেছে?
किञ्चिदनन्तरम् आगच्छेत्।
কিছুক্ষণ পরে আসতে পারেন।

ভালো কথা

স্বামীজীর জন্মদিনে শোভাযাত্রা

১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মদিন। ওইদিন প্রতিবছর আমরা বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে শোভাযাত্রা করি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ওইদিন সকালবেলা আমরা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে প্রথমে কেশব ভবনের সামনে হাজির হই। সেখান থেকে সাড়ে সাতটার সময় সবাই লাইন করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির দিকে। সবার কণ্ঠে একটা গান— 'জয় হে জয় হে, বিবেকানন্দ জয় হে।' বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়। আমাদের শোভাযাত্রা বেশি বড় ছিল না। চল্লিশজন মতো অংশ নিয়েছিল। তবু তা খুব সুন্দর হয়েছে।

হিরণ মৈত্র, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

প্রজাপতির ডানা

পলাশ দে, অষ্টম শ্রেণী

চারিদিক ফুলে ফুলে
ভরে আছে কত রঙে
প্রজাপতি উড়ে আসে
লাল হলুদ ডানা মেলে
রামধনু মেলে ধরে।

কত ছবি আঁকা তাতে
নীল ফুলে সাদা ফুলে
বসে তারা নেচে নচে
চেয়ে থাকি চোখ মেলে
কত মেলা রঙে রঙে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

নারী ক্ষমতায়ণের পথে চলা একটি মেয়ে

সুতপা বসাক ভড়

আমরা নারী-ক্ষমতায়ণের ব্যাপারে যতই বড় বড় কথা বলি না কেন— প্রত্যন্ত গ্রাম, মফস্‌সল এমনকী অত্যাধুনিক শহরেও মেয়েদের অবস্থা এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক হয়ে ওঠেনি। অনেক মেয়েই নিজেদের চেনা গণ্ডীর মধ্যেই সব থেকে বেশি অসুরক্ষিত। অনেক সময় পরিবারের সদস্যরাও নির্যাতিতা মেয়েটিকে ভরসা দিতে বা সাহায্য করতে চান না; এমনকী মেয়েদের লাঞ্ছনার কারণও হয় অনেক সময় তাদের পরিবার। এইরকম দুর্ভাগ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে অনেক পরিবার দুষ্কর্মকারীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা না করে লাঞ্ছিতা মেয়েটির দিকেই আঙুল তোলেন। নির্যাতিতা মেয়েটির শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারব না। যেখান থেকে তার সব থেকে বেশি সান্ত্বনা এবং সহায়তার আশ্বাস পাওয়া কথা, সেই আপাত- নিরাপদ পরিবেশ থেকে আসা কঠোর ব্যবহার সহ্য করা মেয়েটির পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে অনেক মেয়েরাই চূড়ান্ত নেতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে, কেবলমাত্র তার পাশে কোনো শুভানুধ্যায়ী এবং সহানুভূতিশীল সঙ্গী না থাকার জন্য। তবে অনেক মেয়ে এমনও আছে, যারা তাদের পরিবারের লোকজনের অবহেলা সত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়ায়। তারা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার জন্য নিজেদের দায়ী না করে জীবনের পথে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যায়। অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করা এইরকম একটি কঠিন মেয়ের কথাই জানাতে চাই, যা নারী ক্ষমতায়ণের পথে একটি সাধারণ মেয়ের সুদৃঢ় পদক্ষেপের কাহিনি।

নিজের বিরুদ্ধে হওয়া অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও সে মেয়েটি আবার সাহস সঞ্চয় করে সমাজের মুখোমুখি হয়েছে। তার কারণ সে হার মানেনি। তার জীবনে ঘটে যাওয়া অমানবিক অত্যাচারের জন্য সে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয়। সে সমাজের সামনে নিজেকে দুর্বল প্রতিপন্ন করেনি, বরং তার জীবনের ঘুরে দাঁড়ানোর কথা দৃঢ় পদক্ষেপের সঙ্গে প্রমাণ করেছে।

হিমাচল প্রদেশের নুরপুরের কাছে একটি গ্রামে দীপার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই বারবার শোষণের শিকার হয় দীপা; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার পড়াশুনা চালিয়ে গেছে। কারণ সে জানত, একমাত্র শিক্ষাই তাকে তার জীবনের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারবে। স্থানীয় এক হাতুড়ে ডাক্তার দীপাকে প্রথম শোষণ করে। এরপর সে দীপাকে তার পরিচিত মুম্বই-য়ের একটি ক্লিনিকে পাঠায়। সেখানেও সে বার বার শোষিত হয়। এরপর তার বাড়ির লোকজন পাঠানকোটের কাছে একটি গ্রামে তার বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু এখানেও দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়েনি। নিরক্ষর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেও শেষরক্ষা হলো না। এমনকী তার বাপের বাড়িও তাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল। এতকিছুর মধ্যেও দীপা তার সামর্থ্য অনুসারে লেখাপড়া শিখে কোনোরকমে নার্সিং পড়া সমাপ্ত করে। এই সময় ভাগ্য তার সহায় হয়। একটি সমাজসেবী সংস্থার সদস্য ডাক্তার অশোক শর্মা, অনমোল, উপহার এবং রাজকুমারী তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

ডাক্তার শর্মার পরিচয় তিনি আয়ুর্বেদিক ওষুধ নির্মাতা সঙ্ঘের প্রাদেশিক অধ্যক্ষ। তিনি এগিয়ে এসে পরিবার, সমাজ দ্বারা উপেক্ষিতা দীপাকে নিজের কন্যা পরিচয় দিলেন। তারপর খোঁজখবর নিয়ে পাঠানকোটের কাছে সরলা নিবাসী যুদ্ধ সিং-য়ের সঙ্গে স্থানীয় গুরুদ্বারাতে দীপার বিয়ে দেন। ডাক্তার শর্মা ধর্ম-বাবার কর্তব্য পালন করে তিনি কন্যাদান করেন এবং বিয়ের সব নিয়মানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শুধু তাই নয়, দীপার বিয়ের সব খরচ তিনিই বহন করেন। এই ভাবে দীপার জীবনের অন্ধকারকে আলোয় ভরিয়ে দেন ডাক্তার অশোক শর্মা। কাংড়া জলার মানব অধিকার সঙ্ঘ, নবনির্মাণ সমাজ মঞ্চ এবং আরও অনেক সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে দীপার জীবনে আলোকপাত করার জন্য ডাক্তার শর্মা এবং তাঁর সঙ্গীদের অভিনন্দন জানায়। এই ঘটনাটি এমন একটি কঠিন মনের মেয়ের জীবনের কাহিনি, সে তার জীবনে বার বার আসা দুর্যোগে ভেঙে পড়লেও মনোবল হারায়নি। প্রিয়জন, পরিবার, সমাজ কোনো জায়গা থেকে যখন কেউ এগিয়ে আসেনি, ওই বিষম পরিস্থিতিতেও মেয়েটি তার পড়াশুনা চালিয়ে গেছে। এইভাবে পথ চলতে চলতে সে ডাক্তার অশোক শর্মার মতো পরোপকারী মানুষের সন্ধান পায়, যিনি রক্তের সম্পর্কের টান না থাকলেও পিতার দায়িত্ব পালন করেন। নিজের পরিবার থেকে যখন সব আশা শেষ হয়ে গেছিল, তখন এগিয়ে আসেন ডাঃ শর্মা এবং তাঁর সঙ্গীরা। জন্মদাতা পিতা যা করেননি, ধর্মপিতা হয়ে সেই কর্তব্য দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন এবং নারী ক্ষমতায়ণের পথে চলা দীপাকে দুনিয়ার মুখোমুখি হবার প্রেরণা জোগান। ■

রাজধানী দিল্লির এক শীতের সন্ধ্যা

নৈশভোজের টেবিলে ডাল ও ইটালিয়ান পাস্তা সহযোগে একটি অসম্ভব কথোপকথন

অতিথি কলম

চেতন ভগত

চলতি শীতের এক তীব্র শনশনে হাওয়ার সন্ধ্যায় তথাকথিত ক্ষমতার আবাসস্থল 'লুটিয়েন দিল্লির' এক প্রশস্ত বাংলো বাড়ির নৈশভোজের টেবিল ঘিরে বসেছিলেন তিনজন মানুষ। এঁদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত সত্তরোর্ধ্ব ভদ্রমহিলা, তাঁর দু'পাশে ছিলেন একমাত্র পুত্র ও একমাত্র জামাতা। প্রশিক্ষিত পাচকেরা যত্নসহকারে ঘরোয়া কায়দায় প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করছিল। এর মধ্যে সাধারণ হলুদ রঙের ডাল আর নানারকম শাকসবজি তো ছিলই, এছাড়া ছিল পাস্তা। খাদ্যবস্তুগুলি টেবিলে রক্ষিত হওয়ার পর ভদ্রমহিলাই প্রথম কথা বললেন, ''ওহ্ আমি তো ভাবতেই পারছি না হে ঈশ্বর! প্রায় সমস্ত পুরনো টাকাই ব্যাঙ্কের ঘরে ফিরে এসেছে। অর্থনীতি অথৈ জলে তলিয়ে গেছে। কাজ-কারবারের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তবু শুনছি মানুষ নাকি তাকেই ভালবাসছে, ওহ্''।

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটি ভীষণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে শুরু করল, ''না না বিমুদ্রাকরণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তবু মানুষ তার এই কাজের জন্য জয়জয়কার করছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি তার বিরুদ্ধে আমার ভূমিকম্প উদ্রেককারী প্রমাণ দাখিল করা সত্ত্বেও লোকে দুর্নীতির ইস্যুটিকে আমলই দিল না!''

জামাইবাবাজীবন একটু তাচ্ছিল্যভাবে মুচকি হাসলেও খাওয়া চালিয়ে যেতে থাকল। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটি বলল, ''আমি তোমার এই তাচ্ছিল্যের মানে বুঝি জামাই,— তুমি আমাকে বিশ্বাসই করো না। দ্যাখো না জামাইবাবু, মা কিছুতেই আমাকে সিরিয়াসলি নেয় না। বরাবরই হালকা তাচ্ছিল্য করে।''

খেতে খেতে জামাই বলল— 'দ্যাখ সেটা ভারতের কেউই নেয় না।' 'কী বললে' চীৎকার করে উঠল শ্যালক, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ হরিয়ানার ওই জমি-জমাগুলোর ঘোটালা কারবার তুমি না চালালে আমাদের ভাবমূর্তিতে এমন কালো দাগ পড়ত না।''

'দেখ, আমি তো কেবল ব্যবসাই করেছি। সেই ফাঁকে সুন্দর কিছু পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো জমির লেনদেন করে কামিয়েছি। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হলো?'

'রিল্যাক্স, রিল্যাক্স' অত্যন্ত দৃঢ় গলায় বললেন শাশুড়ি কাম মা। এই ফাঁকে তিনি নিজের কাঁটাচামচগুলো টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই ছেলে ও জামাই দু'জনেই নিজের নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস মুক্ত করলেন, 'হ্যাঁ আমাদের একটা সমস্যা অবশ্যই আছে। গভীর সমস্যা সেটা' কথাটা তিনি তাঁর খোকার দিকে তাকিয়ে বললেন।

'কেন, কেন সব লোক কেবল আমাকেই দোষ দেয়! আমি কী এমন করেছি বল না মা।'

'ঠিক তাই, একেবারে ঠিক বলেছ। তুমি যে কিছুই করোনি মানিক! যখনই কিছু করতে গেছ সব তালগোল পাকিয়ে বড় সমস্যা তৈরি করে ফেলেছে।' খোকার সাদা মুখটি তখন অপমানে বেগুনি রঙ ধারণ করেছে।

'মা-আ...' আর্ত চিৎকার করে ওঠে খোকা। 'কী করে তুমি আমার সম্পর্কে এমন কথা তোমার জামাই-য়ের সামনে বলতে পারলে! তুমি কি আমায় আর ভালবাসো না?'

'হ্যাঁ, সমস্যাটা তো এইখানেই। আমি যে তোকে খুবই ভালবাসি, একটু বেশিই বাসি। তাইতো বলতেই পারি না যেটা আমার অবশ্যই বলা উচিত।'

'আমার অবস্থাও তো তাই, আমিও তো কিছু বলতে পারি না' —বলে উঠলেন জামাই।

'চুপ করো জামাই বাবাজীবন। ব্যাপারটা আমাকেই সামাল নিতে দাও' বললেন গ্র্যান্ড লেডি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ভীষণ দুঃখিত হঠাৎ বলে ফেলেছি'। মা এবার খোকার দিকে ঘুরে তাকালেন, 'সত্যি করে বলো তো তুমি কি সিরিয়াসলি রাজনীতিই করতে চাও'?

'কী বলছ মা! আমরা তো গোটা পরিবার রাজনীতিই আজন্ম করে আসছি। তুমি, বাপি, ঠাকুমা, বড়দাদা— আমি কি আর কাউকে বাদ দিয়ে ফেললাম?'

'না, তুমি বাদ কাউকে দাওনি। কিন্তু তার মানে তো এই নয় তারা সকলে রাজনীতি করেছিল বলে তোমাকেও রাজনীতি করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে। তাছাড়া এ বিষয়ে তোমার জ্ঞানগম্যি কতটা সেটাও তো বিবেচনার বিষয়। তাই না?'

'রাজনীতি বুঝি কিনা এ প্রশ্নও তুমি তুললে? হায় ঈশ্বর, তুমি কী জানো না এই ইন্ডিয়া সম্বন্ধে জানতে আমি কী বিপুল সময়ই না ব্যয় করেছি। আমি দলিতের বাড়িতে পর্যন্ত থেকেছি। কয়েকশো সভাও ইতিমধ্যে করে ফেলেছি।'

'দেখ বাবা, কী হবে এতো সব হ্যাপা পুইয়ে। লোকে যখন এখনো তোমাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেই করছে না, অথচ তারা ওই চা-ওয়ালাকেই বেশি পছন্দ করছে। সে যেভাবে কথা বলছে লোকের সেটাই ভাল লাগছে। সে কাজে কর্মে যে দৃঢ়তা দেখাচ্ছে লোকে তা দেখে অভিভূত। মানুষ তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'আরে না, একথা বললে হবে না' লোকে আমাকেও পছন্দ করে বলে উঠল খোকা। টেবিলের অন্য সঙ্গীরা থম মেরে রইল।

'তারা সত্যি পছন্দ করে না?' খোকার গলা এখন ভীষণ নরম।

'না' বলে উঠলেন স্নেহময়ী মা। খোকার চোখ দিয়ে এবার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

'আরে খোকা এর মানে তো এই নয় যে তুই একটা খারাপ ছেলে। আসলে গণতন্ত্রের নিয়মই হচ্ছে গরিষ্ঠাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তাদের দ্বারা মনোনীত হতে হবে। তোর সঙ্গে যেন লোকের একটা কমন যোগসূত্র তৈরি হয়। এটা খুব দরকার। আর সেটাই একদম ঘটছে না।'

পুরো পাঁচ মিনিট ঘরটি এক অস্বস্তিকর নীরবতায় ভরে রইল। খোকা এবার তার খাবার থালা থেকে মুখ তুলে চাইল, 'তাহলে, এবার আমরা কী করব?' তার গলায় তীব্র হতাশা 'তাহলে কি বোনকে ডেকে পাঠাবো সে এসে হাল ধরবে?'

'না গো, সে এই কাজে আসতে ইচ্ছুক নয়। বিশ্বাস করো আমি তাকে বহুবার সর্নিবন্ধ অনুরোধ করেছি তা কি জানো?' বলল জামাই।

'তাহলে এখন আমরা কী করব বলো মা বলো।' খোকার গলায় তীব্র আকুলতা।

'আমরা দলের মধ্যে থেকে যোগ্য কাউকে খুঁজে বের করব। তাকে গড়েপিটে নিয়ে সব দিক থেকে লড়াকু করে দলের নেতা হিসেবে প্রোজেক্ট করব', প্রাজ্ঞ অভিমত দিলেন রাজমাতা।

'কী বলছ কী মা সে তো ক্ষমতা দখলের জন্য একটা গোপন অভ্যুত্থান। তুমি আমাকে এইভাবে অপদস্থ করবে?' খোকার কণ্ঠে বিস্ময়, হতাশা, ক্রোধ যুগপৎ উপস্থিত।

'আরে না না, ক্ষমতার জন্য কোনো লড়াই নয়। আমরা নিজেরাই আমাদের নবীন নেতাকে মনোনীত করব। পরিবার তার পেছনে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়াবে যতক্ষণ না সে নিজ যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'

'কিন্তু মা যদি সেই নতুন নেতা যথার্থই নিজেকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করে তোলে আর আমাদের ভুলে যায়?' উৎকণ্ঠা এবার খোকার গলায়।

'তাই যদি হয় তাহলে তাই হবে। আমাদের পরিবার হয়তো ক্ষমতা হারাবে কিন্তু এতদিনের দলটা তো বাঁচবে।' মা তাঁর সম্ভবত প্রথম নিঃস্বার্থ বিশ্লেষণ রাখলেন।

'হ্যাঁ, এটা ঠিক সেই প্রয়োজনে জাহাজের ক্যাপ্টেন বদল করার মতো যাতে গোটা জাহাজটাই না ডুবে যায়।' অসাধারণ একটি প্রতি তুলনা টানতে পারার গরিমায় জামাই হাসিমুখে শাশুড়িমা'র দিকে তারিফের অপেক্ষায় চেয়ে রইলেন।

'যাই হোক, বাবাজীবন আরও একবার তুমি শৃঙ্খলা ভেঙে নিজের বলার সময় আসার আগেই বলে ফেললে। তবু কথাটা আদতে তুমি ভুল বলোনি।'

'তাহলে, তাহলে আমরা কী করব'? আবার কাতরালো খোকা।

'আরে শালাবাবু, তুমি তো আমার কারবারে ঢুকে পড়তে পারো'। এবার কিন্তু খোকা ও মা দু'জনেই জামাই-য়ের দিকে তীব্র ঘৃণার চোখে তাকিয়ে রইল।

'আসলে আমি একটা প্রস্তাব করছিলাম মাত্র, নেওয়া না নেওয়া আপনাদের ব্যাপার। তুমি নিদেন পক্ষে একটা নিজের app তো খুলে রাখতে পারো।'

'দেখ পার্টির সর্বোচ্চ স্তরে না থেকেও তুমি দলের জন্য ভাল কিছু তো সব সময় করতে পারো' জানালেন মা। খোকা এবার মাথা নেড়ে আনন্দে সম্মতি জানালো।

'আচ্ছা, তাহলে আমরা কাকে নেতার পদে বসাবো বলে আপনি ঠিক করছেন?' জামাই-য়ের জিজ্ঞাসা। মা একটা লিস্ট বের করলেন। 'এর মধ্যে কয়েকটা নাম আমি মোটামুটি শর্ট লিস্টিং করেছি।'

আচ্ছা মা, এর আগে আমি তাহলে কি 'app' খুলব? জামাই বলে উঠল, 'যাই খোলো না কেন ক্যাশলেস খুলবে। আর নগদা নগদি নয়।' ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে দেশের প্রত্যেক নাগরিক পাবেন সমান বিচার

বিনয়ভূষণ দাশ

সম্প্রতি তিন তালাক এবং সেইসঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই মুসলমান সমাজের স্বঘোষিত অভিভাবক এবং তাঁদের দোসররা সোচ্চার চিৎকার শুরু করেছে। 'ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন' নামের একটি সংগঠন তিন তালাক কোরান-বিরোধী এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নম্বর ধারায় প্রদত্ত প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার বিরোধী বলে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় তিন তালাক নিষিদ্ধ করবার জন্য। ওই আবেদনপত্রে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেন।

সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। একই বিষয় নিয়ে আরও অনেক আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। প্রশ্ন উঠেছে, তিন তালাক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে নারীর মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায় কিনা তা' নিয়েও। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত জানতে চায়। কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ পৃষ্ঠার এক হলফনামায় জানিয়ে দেয়, তিন তালাক পদ্ধতি দেশের সংবিধানে প্রদত্ত ভারতীয় মহিলাদের অধিকার বিরোধী। এছাড়া, 'নিকাহ হালাল' এবং 'বহুবিবাহ' মুসলমান ধর্মীয় আচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়।

সরকারের দেওয়া ওই হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, কোনো স্বামী তাঁর স্ত্রীকে 'তালাক' শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করেই স্ত্রীর থেকে বিচ্ছেদ নিতে পারেন আর 'নিকাহ হালালা' হলো সেই পদ্ধতি যার দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত মহিলা অন্য কাউকে বিবাহ করার পরে পুনরায় বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হলে অথবা দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হলে তবেই পুনরায় প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারেন। কোনো স্বামী ভুল করে অথবা ঝোঁকের মাথায় 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করলেও এ পদ্ধতি কার্যকর হয়। এই প্রেক্ষিতেই, সমস্ত বিষয়টির পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন। সরকারের ওই হলফ্নামায় বলা হয়েছে, ''The fact that Muslim Countries where Islam is the State religion have undergone extensive reforms, establishes that the practices in question connot be regarded as integral to the practices of Islam or essential religious praclices... It is to be noted that even theocratic states have undergone reforms in this area of the law and therefore in a secular republic like India, there is no reason to deny women the right available under the constitution."

সরকার এই ধরনের অনেকগুলি ইসলামিক দেশের উদাহরণও দিয়েছে; যেমন ইরান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, টিউনিসিয়া, মরক্কো, আফ্গানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান।

এই প্রেক্ষিতে আইন কমিশন কয়েকটি প্রশ্নমালা তৈরি করে 'বিবাদাস্পদ' তিন তালাক এবং 'অভিন্ন দেয়ানি বিধি' সংক্রান্ত মতামত জানতে চেয়েছে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড' এবং অন্য কয়েকটি মুসলমান সংগঠনের কাছে।

আর এতেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়েছে। নয়া দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ওয়ালি রহমানি, জমিয়ত-উলেমা-ই-হিন্দ সভাপতি মওলানা আর্সাদ মাদানি-রা হুঙ্কার ছেড়েছেন, সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; এবং তাঁরা কিছুতেই 'তিন তালাক' রদ এবং 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' চালু করতে দেবে না। তাঁরা এমনকী এটাও বলেছে, স্বামী-স্ত্রীর অশান্তির মধ্যে এমনকী স্বামীর হাতে স্ত্রী খুনও হয়ে যেতে পারে; তিন তালাক থাকলে অন্তত মুসলমান মহিলারা বেঁচে যেতে পারেন। এতো এক ধরনের হুমকি! আর তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ দল কংগ্রেস, জেডি (ইউ), তৃণমূল ইত্যাদি দল মুসলমান পুরুষ আধিপত্যবাদীদের সুরেই গেয়েছেন। তৃণমূল দল ধরি মাছ, না ছুঁই পানি গোছের অবস্থান নিয়েছে। তাদের মুখপাত্র ডেরেক-ও-ব্রায়েন একরকম বক্তব্য রেখেছেন, অন্যদিকে, দলের সংখ্যালঘু নেতা তথা সহ-সভাপতি সুলতান আহমেদ তিন তালাক প্রথার পক্ষেই সওয়াল করেন। পার্সোনাল ল বোর্ড আইন কমিশনের প্রশ্নমালা বয়কট করেছে।

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড আইন কমিশনের প্রশ্নমালা বয়কট করায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে মুসলমান মহিলা পার্সোনাল ল বোর্ড ও অন্য মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলি। মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলির বক্তব্য, শরিয়ত আইনকে বিকৃত করে ল বোর্ড পুরুষদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করছে। মুসলমান মহিলা ফাউন্ডেশনের সভাপতি নাজিম আনসারি এবং ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলনের সদস্য জাকিয়া সোনম ল বোর্ডের মুসলমান মহিলা বিরোধী ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'জেন্ডার বায়াসের' বিরুদ্ধে আমাদের মত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে আইন কমিশন।

বিভিন্ন প্রভাবশালী মহিলা রাজনীতিবিদরা তিন তালাক রদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। মণিপুরের রাজ্যপাল নাজমা হেপতুল্লা, সিপিএম নেত্রী ও প্রাক্তন এমপি সুভাসিনী আলি, সমাজকর্মী শবনম্ হাশ্মি প্রমুখ প্রখ্যাত মুসলমান নেত্রী তিন-তালাক রদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁদের মতে, 'তিন-তালাক' ইসলাম বিরোধী। এই সমস্ত বক্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, তাহলো ইসলামিক দেশগুলি

যখন তিন-তালাক নিষিদ্ধ করেছে তখন তিন-তালাক আর যাই হোক ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। সরকার প্রদত্ত হলফনামায় সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, ''Gender equality and the dignity of women are not negotiable. No undesirable practice can be elevated to the status of an essential religious practice, any practice that leaves women socially, financially or emotionally vulnerable or subject to the whims and caprice of menfolk is incompatible with the latter and spirit of Articles 14 and 15 of the constitution.'' মুসলমান মহিলারা, তাঁরা ধর্মে মুসলিম বলেই অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী মহিলারা যে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পান তা' থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী যদি কোনো আইন মৌলিক অধিকারের উপর কর্তৃত্ব করে বা চড়াও হয় তাহলে সেটি অবৈধ বলে গণ্য হবে। যাইহোক, এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজ্যের বামপন্থীদলগুলো, সেকুলার বুদ্ধিজীবীগণ, তৃণমূল নেত্রী— যাঁরা সর্বদাই রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীর উত্তরাধিকার বহন করছেন বলে গর্ববোধ করেন, বাঙালির অসাম্প্রদায়িকতার গর্ব করেন— তাঁরা ভীষণই চুপ কেন? মহিলাদের স্বাধিকার রক্ষার ব্যাপারে যাঁরা এত সোচ্চার— সেই বৃন্দা কারাত, মীরাতুন নাহাররা গেলেন কোথায়?

অনেকে বলেন, সমাজের মানসিকতা বদলে, বুঝিয়ে তবেই কোনো আইন প্রণয়ন করা উচিত। সতীদাহ প্রথা রদ করা, বিধবাবিবাহ চালু করার সময়ে কিন্তু রামমোহন বা বিদ্যাসাগর সমাজের সবাইকে রাজি করিয়ে তবেই 'সতীদাহ রদ' আইন বা 'বিধবাবিবাহ' আইন করার কথা ভাবেননি। বরং হিন্দু সমাজের সংস্কার-বিরোধী অংশ তাঁদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। রাজা রামমোহন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিককে পরামর্শ দিয়েছিলেন আইনের মাধ্যমে না গিয়ে 'সতীদাহের' উপর নানা বিধিনিষেধ জারি করে এবং পুলিশের সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করতে। যদিও সাধারণভাবে, ইংরেজ সরকার এ দেশের ধর্মীয় ব্যাপার হস্তক্ষেপ না করার পক্ষপাতী ছিল; বেন্টিক কিন্তু আর্মি অফিসার ও অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ সালে (4 December, 1829) 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধে আইন পাশ করলেন এবং এই প্রথাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হলো। এতে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল অংশ রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, গোপীমোহন দেবের নেতৃত্বে হিন্দু সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ কলকাতার ৮০০ জন নাগরিকের স্বাক্ষর করা আবেদনপত্র ১৯ ডিসেম্বর, ১৮২৯ জমা দেয় সরকারের কাছে ওই আইন রদ করার আবেদন জানিয়ে। ১২০ জন পণ্ডিতও এতে স্বাক্ষর করেন। একই ধরনের আবেদন করেন বেলঘরিয়া, আড়িয়াদহ এবং কলকাতার নিকটবর্তী ৩৪৬ জন নাগরিক। অন্যদিকে, রামমোহন যদিও প্রাথমিকভাবে আইন প্রণয়ন করে সতীদাহ প্রথা রদ করার বিরোধী ছিলেন; 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধে আইন পাশ হবার পরে কিন্তু তিনি 'সতীদাহ' প্রথম রদ আইন সমর্থন করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনের বিরুদ্ধে তিনি ৩০০ জন হিন্দু ও ৮০০ জন খ্রিস্টানের স্বাক্ষর সম্বলিত, সরকারকে ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র গভর্নর জেনারেলকে ১৬ জানুয়ারি, ১৮৩০ সালে প্রদান করেন। রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এতে স্বাক্ষর করেন। শেষ পর্যন্ত 'সতীদাহ প্রথা রদ' আইন বহাল আছে। এইভাবে বন্ধ হয় সতীদাহের মতো একটি নিষ্ঠুর প্রথা। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হয়, শিশুবিবাহ আইন দ্বারা শিশুবিবাহ বন্ধ হয়।

এই বিষয়গুলি উল্লেখ করবার কারণ হলো, এটা বোঝানো যে, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, পশ্চাৎপদ কুরীতি ও প্রথাগুলো সব সময় সমাজের সবাইকে বুঝিয়ে, শিক্ষিত করে হয় না। সরকারকে এগিয়ে আসতে হয় সমাজের বিবেকবান, উদার মানুষজনকে এগিয়ে আসতে হয়।

মুসলমান সমাজের অনেক কুপ্রথাও বিভিন্ন দেশে এভাবেই বন্ধ হয়েছে। আমাদের দেশেই 'শরিয়তি' আইনকে পাশ কাটিয়ে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ১৮৬০ (Indian Penal Code, 1860) এবং 'ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড' চালু হয়েছে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা। Transfer of Properties Act অথবা Indian Evidence Act এর ক্ষেত্রেও মুসলমানরা আপত্তি করেনি। আর গোয়াতে পোর্তুগীজ শাসনে প্রচলিত হয়েছিল Common Civil Code যে আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল মুসলমানরাও। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে ভোটপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধাগ্রস্ত। যদিও হিন্দু ব্যক্তিগত আইনগুলোর ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ গোড়া রাষ্ট্রপতি ও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও। মুসলমানদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা' হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার শ্রী যোগেশ প্রতাপ সিংয়ের কথায়, ''However, Muslim1Personal Law was allowed to remain absolete and the Muslim Community was not given a chance to see first stage reforms. This Could have been achieved by the then Congress Dispensation that was in majority in both houses of Parliament and in addition reigning in almost 17 states.

The Nehru government therefore can not be exonerated from the charge of having neglected the welfare of the minority communities especially Muslims.''

'শাহবানো' রায়ের ক্ষেত্রেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একই ধরনের পশ্চাৎগামী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আশা করব, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার পিছিয়ে আসবেন না এবং 'তিন-তালাক' রদ ও 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' চালু করবেন যাতে সমস্ত দেশবাসী একই দেওয়ানি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন; আর প্রধানমন্ত্রীর সাহসী পদক্ষেপই দেশবাসীর ইচ্ছা-পূরণে সহায়ক হতে পারে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সি ও ইহুদিদের আলাদা আইনগুলির স্থান নেবে সেই আইন এবং সমস্ত নাগরিকগণকে দেবে একইরকম ন্যায্য বিচার।

(লেখক প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

বিকাশের পথে হিমাচলের কানারথু

সুতপা বসাক ভড়

হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকার একটি উপজাতি অধ্যুষিত ছোট্ট গ্রাম কানারথু। হিমাচলের অনেক গ্রামের মতো এখানেও খাদ্যান্ন, ফুল, ফলের চাষ করার কোনো সুযোগ নেই। বাঁদর আর জংলি জানোয়ার সব নষ্ট করে দেয়। অগত্যা সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে এই যে গ্রাম কানারথু— এখানকার স্থানীয় উপজীবিকা বলতে পশুপালন। যাঁরা লেখাপড়া শিখে শহরে (নিকটবর্তী বৈজনাথ, পালামপুর ইত্যাদি) কর্মসংস্থান করেছেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দিলে বাকি গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

ড. রাসবিহারী ভড়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের আই. সি. এ. আর-এর অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা আই. ভি. আর. আই. (ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইন্সটিটিউট)-এর পালামপুরের আঞ্চলিক শাখাটি ওই গ্রামের পশু ও পশুপালকদের উন্নতিকল্পে সেখানে যায় এবং গ্রামীণদের নিয়ে কয়েকটি গোষ্ঠী করে, পরে পশুদের জন্য অস্থায়ী স্বাস্থ্যবিচার কেন্দ্রও করা হয়। গ্রামের লোকজন বিশেষ করে ওই গ্রামেরই পঞ্চায়েত সদস্য নওল কিশোরজী এবং বেশ কিছু গ্রামীণ ওই গ্রামের উন্নতিকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা সরকারি সাহায্য নিয়ে গ্রামের উন্নয়নে শ্রমদান করতেও পিছপা নয়। এই কর্মযজ্ঞে সরকারের নিয়মাবলী সময়বিশেষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে এগিয়ে আসে SAHWEP (Society for Animal, Human Welfare and Environment Protection), পঞ্জীকরণ নম্বর ১৩৪/২০০৮। কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে আই. ভি. আর. আই. এবং সোসাইটি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে।

পশুপালন ওই গ্রামের মুখ্য জীবিকা, অথচ পশুর খাদ্য—সবুজ চারা সেখানে অপর্যাপ্ত। আই. ভি. আর. আই. পালামপুরের কাজ হলো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জানোয়ারদের পুষ্টিগত অভাব পূরণ করা। সেই উদ্দেশ্যে জানোয়ারদের খাবার যাতে সারাবছর অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় সেজন্য এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে সবুজ-চারা ব্যাঙ্কের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কোনো সরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রামের সব পশুকে সারা বছর খাওয়ানো একটু অসুবিধা। সেজন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হয়েছে যে তাঁরা তাঁদের গ্রামে বেকার পড়ে থাকা ৮৪ কানাল জমি পশুখাদ্য চাষের জন্য ব্যবহার করবে। জংলি জানোয়ার যাতে ফসল খারাপ করতে না পারে সেজন্য গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকরা বিডিও-র কাছে আবেদন জানালে তিনি ওই পুরো জমিতে বেড়া দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। ওই জমিতে গ্রামবাসীরা পশুখাদ্যের চাষ করবে এবং সারা বছরের নিজেদের পশুদের খাদ্য ওই জমি থেকেই পাবে। এই প্রকল্পে আই. ভি. আর. আই. পালামপুরের সম্প্রসারণ কর্মসূচি এবং 'আমার গ্রাম— আমার গৌরব' প্রকল্পের পক্ষ থেকে পশুখাদ্যের বীজ সরবরাহ করার প্রস্তাব রেখেছে। এইভাবে ড. রাসবিহারী ভড়ের দূরদৃষ্টি এবং সুবিবেচনায় ওই গ্রামের পশুদের খাদ্যের যে অভাব আছে তা পূরণ হতে চলেছে। কিছু প্রগতিশীল গ্রামকর্মী এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের সহায়তার জন্য যে গোষ্ঠীগুলির আয়োজন করা হয়েছে তাতে হিমাচল প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. এম. কে. শর্মা উপস্থিত থেকে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। ড. নবীন শর্মা তাঁর উপলব্ধি জানিয়েছেন গ্রামবাসীদের। এছাড়া আই. ভি. আর. আই-এর কিছু

গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় ড. ভড়।

গ্রামের মহিলাদের প্রশিক্ষণে ড. ভড়।

উন্নতমনা বৈজ্ঞানিক উপস্থিত থেকে গ্রামবাসীদের পড়ে থাকা জমি ব্যবহার করে কীভাবে তা গ্রামোন্নয়নের মুখ্য ধারা হিসাবে প্রতিভূত হতে পারে— সেই যোজনা তাঁদের সামনে রেখেছেন। ৪ আগস্ট ১৯১৬, আই. ভি. আর. আই-এর উদ্যোগে হিমাচল প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ড. নবীনকুমার এবং ড. রাসবিহারী ভড় পশুখাদ্যের উপযোগী এক ট্রাকভর্তি চারা নিয়ে ওই গ্রামে পৌঁছান। ওই চারাগুলি জমিতে লাগিয়ে একটু বড় হলে কেটে কেটে সারা বছর পশুখাদ্যের সমস্যার সমাধান অনেকটাই নিরাময় হতে পারবে।

১৫ আগস্ট ২০১৬-এ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গ্রামবাসীদের আগ্রহে ও উদ্যোগে ড. ভড় ওই গ্রামে প্রথমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা ওই পরিত্যক্ত জমি পরিষ্কার করতে শ্রমদান করেন। ২ অক্টোবরেও ড. ভড়ের নেতৃত্বে স্বচ্ছতা অভিযানে বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে গ্রামের নারী-পুরুষ-বিদ্যার্থী সবাই একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

গ্রামের সমগ্র বিকাশের জন্য আই. ভি. আর. আই. পালামপুরের পক্ষ থেকে প্রথমে অর্থনৈতিক স্থিতি, জীবনশৈলী এবং অধিকারভুক্ত জমির নিরিখে পরিবারগুলিকে তিনভাগে ভাগ করার কাজ শুরু করা হয়। সোসাইটি এ ব্যাপারে পরিবারগুলি চিহ্নিত করার কাজে সাহায্য করেছে। ১০টি উচ্চবিত্ত, ১০টি মধ্যবিত্ত এবং ১০টি নিম্নবিত্ত পরিবার সোসাইটির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই পরিবারগুলির অনেক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে যেগুলি অব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে। সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথমে ওইসব সম্পত্তি চিহ্নিত করে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার করে ওই পরিবারের আয় বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকী ওই পরিবারের সদস্যরা যাতে তাঁদের পছন্দমতো কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারে সেই দিকটিও সোসাইটির পক্ষ থেকে দেখা হচ্ছে। গ্রামের মহিলারা এ ব্যাপারে বেশি এগিয়ে আসছেন। উদাহরণস্বরূপ, ওই গ্রামে ভাল গোরুর দুধ মাত্র ২৫ টাকা লিটার দরে বিক্রি হয়। গ্রামের কিছু মহিলা তাঁদের সময় এবং শ্রমদান করে সোসাইটির প্রতিনিধির থেকে তাঁদের গোরুর উদ্বৃত্ত দুধ দিয়ে মিষ্টি বানানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রথমে তাঁরা নিজেদের বানানো মিষ্টি নিজেরা খেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন, নিজেদের পরিবারের সদস্যদের খাইয়ে সন্তোষজনক ফল পেয়েছেন। এখন তাঁরা উৎসবে তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে নিজেদের তৈরি মিষ্টি খাওয়ানো এবং বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা এখন দোকানের মিষ্টি না কিনে নিজেদের ঘরের গোরুর দুধের মিষ্টির ব্যাপক প্রয়োগে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য যে ২৫ টাকা লিটার দুধের মিষ্টি কয়েকগুণ বেশি দামে তাঁরা বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। এইভাবে ওই মহিলারা তাঁদের পরিবারের উপার্জন বাড়াতে বদ্ধপরিকর।

Young Women in Agriculture Group-এ ওই গ্রামের বেশ কিছু গৃহবধূ যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সরকারি কেন্দ্রে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারেও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আই. ভি. আর. আই. পালামপুরের পক্ষ থেকে তাঁদের একদিন কম্পিউটারের ব্যবহারিক প্রয়োগ, ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সোসাইটির পক্ষ থেকে একদিন পালামপুরে এবং একদিন কানারথু গ্রামে মহিলা-পুরুষদের তাঁদেরই গোরুর দুধ দিয়ে মিষ্টি বানাবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে— যার ফল খুবই সন্তোষজনক। এইভাবে কানারথু গ্রামবাসীদের পড়ে থাকা জমির সদুপযোগ করে, পশুধনের বৃদ্ধি এবং সেই পশুধন থেকে প্রাপ্ত দুধ থেকে বানানো মিষ্টি বিক্রি করে গ্রামের অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক বিকাশের সম্ভাবনা দেখিয়েছেন আই. ভি. আর. আই পালামপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক ড. রাসবিহারী ভড়। ■

অন্য রকম

দিলাফ্রোজ কাজি

অনমনীয় দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'আমি যে কিছু মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছি তার জন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। জ্ঞান দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি বিশ্বাস করি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে শিক্ষিত হওয়া সব থেকে বেশি প্রয়োজন।'

কথাগুলো দিলাফ্রোজ কাজির। জঙ্গি আন্দোলনে বিধ্বস্ত কাশ্মীরে দিলাফ্রোজকে এক অনমনীয় দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যার মতো কিছু মানুষ ক্রমাগত অন্যরকম এক জীবনবোধের কথা বলে চলেছেন বলেই সম্ভবত ভূস্বর্গে এখনও মানুষ বাস করছেন। মূল্যবোধের তীব্র অবক্ষয় সত্ত্বেও পিতৃপিতামহের ভিটে ছেড়ে দেশান্তর হননি। কাশ্মীরকে অজস্র উপহার দিয়েছেন দিলাফ্রোজ। তার মধ্যে অন্যতম হলো রাজ্যের একমাত্র বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি। যার নাম শ্রীনগর স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট (এস এস এম) কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিটেকনিক। দিলাফ্রোজের জন্ম ১৯৬২-তে। এডুকেশন এবং অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন। এরপরেই শুরু হয়ে যায় তার কর্মজীবন।

সে এক বিচিত্র কাহিনি! ১৯৮৮ সালে শ্রীনগরের রাজবাগ এলাকার ভাড়াবাড়িতে দিলাফ্রোজ শুরু করলেন মেয়েদের জন্য একটি বৃত্তিমুখী শিক্ষাকেন্দ্র। কিছুদিন পর এই শিক্ষাকেন্দ্রে দিলাফ্রোজ চালু করলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় সেই এলেবেলে স্কুল এখন কাশ্মীরের সুপরিচিত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম। যার নামডাক কাশ্মীর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে হরিয়ানা অবধি। অথচ দিলাফ্রোজের যাত্রাপথটি মোটেই সুগম ছিল না। মেয়েদের দিশা দেখাচ্ছেন বলে কতবার যে জঙ্গিদের প্রাণনাশের হুমকি শুনেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এমনকী তার পরিবারের অন্য সদস্যদেরও রেয়াত করা হয়নি। তাঁর বাবা, ভাই স্বামীকে জঙ্গিরা অপহরণ করেছে। তবুও দিলাফ্রোজকে থামানো যায়নি। তিনি বলেন, 'যে পরিস্থিতিতে আমি কাজ করেছি সেটা যুদ্ধের থেকে কোনো অংশে কম নয়। অনেকবার আমাকে কলেজ বন্ধ করে দেবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমি শুনিনি। জঙ্গি বা রাজনৈতিক নেতাদের কথা বাদ দিন, তথাকথিত আপনজনেরাই আমাকে সব থেকে বেশি মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।'

দিলাফ্রোজের পরিবারের সদস্যরা অপহৃত হবার পর এক জঙ্গিগোষ্ঠীর তরফ থেকে তাকে বলা হয়েছিল কলেজ বন্ধ না করলে তিনি বিপদে পড়বেন। যিনিই কলেজের গেট খুলুন তাকে খুন করবে সন্ত্রাসবাদীরা। প্রিয় ছাত্রীদের বিপদ আশঙ্কা করে দিলাফ্রোজ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় কলেজ সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তার পরেও হুমকি দেওয়া বন্ধ হয়নি। ভয় পাওয়া তো দূর দিলাফ্রোজ জঙ্গিদের ছেলেমেয়েদের জন্যেই একটি অবৈতনিক স্কুল চালু করেন। কাশ্মীরি মহিলাদের উন্নতিতে তাঁর একের পর এক উদ্যোগ এবং তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় বিরুদ্ধাবাদীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

২০০৫ সালে দিলাফ্রোজ কাজির নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। পুরস্কার পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন তিনি। তিনি বলেন, 'আমার জন্ম খুবই গরিব পরিবারে। কী ছিল আমার, কিছুই তো না! অথচ আমার গল্প শুনে লোকে অনুপ্রাণিত হয়। আমিও তাদের বলি, টাকা আর ক্ষমতাই জীবনে সব নয়। কেউ যদি কিছু করতে চায় মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে তাকে তা করতে হবে। তা হলে সাফল্য আসবেই।'

আপাতত দিলাফ্রোজ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে ব্যস্ত। একাধিক কলেজ, স্কুল বৃত্তিমুখী শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করার পর এবার তিনি শিক্ষিত কাশ্মীরি মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চান। নারীর ক্ষমতায়ণে এটা তার নতুন নিরীক্ষা। কাশ্মীরি মহিলাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবে গোষ্ঠীগুলি। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

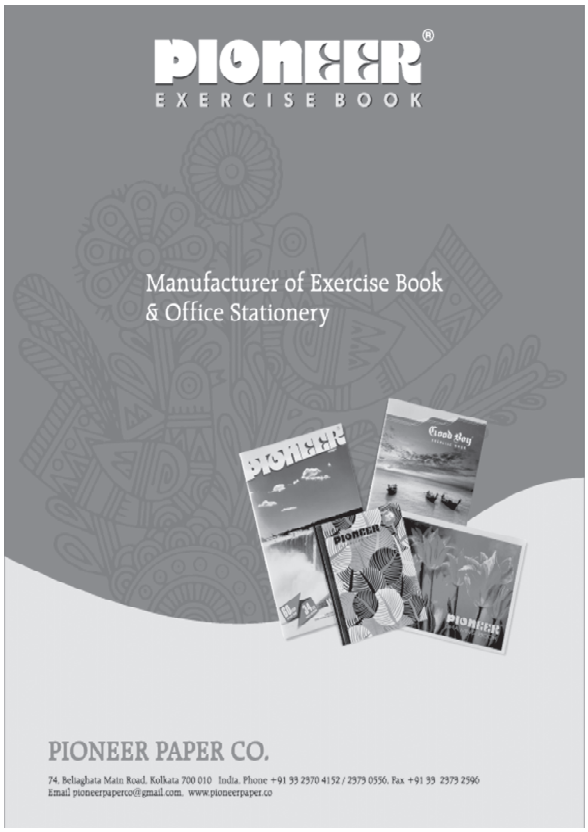

"বিবেকানন্দ জীবনরহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেলেন স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে। হিন্দু ধর্মের এই দিব্যবাণী ভিন্ন তাঁর নিজস্ব কিছু মত ব্যক্ত করলে বিবেকানন্দের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণের মতো, শ্রীবুদ্ধ, শঙ্করাচার্য এবং ভারতীয় চিন্তাজগতের পরিচিত পরিচিত সকল শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের মতো, তাঁর মতামত বেদ এবং উপনিষদের উদ্ধৃতিতে পূর্ণ। ভারতমাতার নিজস্ব যে অমূল্য সম্পদ— তিনি ছিলেন সেই মহাসম্পদের আবরণ উন্মোচক এবং ব্যাখ্যাতামাত্র।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

গাজরের উপকারিতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শীতকালে বাজারের দিকে তাকালে অচিরেই একটা ভালো লাগা জন্মায়। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। সেই সঙ্গে চোখেরও তৃপ্তি। এই সবুজের মাঝে একটি সবজি তার রংয়ের বাহার নিয়ে কাজ করে। কে আবার! কমলা রংয়ের মাথায় কিছুটা সবুজের পরশ লাগিয়ে— গাজর। রংয়ের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে গুণের মাধুর্য আরও বেশি। কিন্তু কথা হলো বাহারের সঙ্গে আহারের গুণাগুণ কতটা? সেটাই দেখা যাক।

আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনে খাওয়ার সঙ্গে স্যালেডের মধ্যে গাজর আমাদের পরিবারের একজন চেনা অতিথি। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বারো মাসের গাজরের স্বাদের তুলনায় শীতকালের গাজরের স্বাদ একটু আলাদা হয়। তার ঝাঁঝ বা গন্ধটা বেশি হয়। আসলে গাজর একটি মূল। এই মূলটি আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুইভাবেই খেতে পারি। গাজরের মধ্যে থাকে ভিটামিন 'এ'। যা আমাদের রাতকানা থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, গাজর আমাদের সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে সুরক্ষিত করে। আবার চীনের মেডিক্যাল রিসার্চ জানাচ্ছে— গাজর আমাদের শরীরে অতিরিক্ত এনার্জি জোগায়। সেই অর্থে বলা যেতেই পারে— টাইম পাশ করার জন্য আলুর চিপস না খেয়ে একটা গাজর অনায়াসে খাওয়া যেতেই পারে।

গাজরের উপকারিতা :

১. গাজর খেলে গায়ের চামড়া, চুল, নখ, সুন্দর হয়।

২. প্রত্যেকদিন গাজর খেলে কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ কম হয়।

৩. গাজরের রস মাতৃদুগ্ধকে উন্নত করে।

৪. গাজরে উপস্থিত 'বিটা ক্যারোটিন' ক্যানসার থেকে মানুষকে দূরে রাখে।

৫. যদি প্রত্যেক দিন গাজরের রস পান করা যায়, তাহলে আমাদের শরীরের ইনফেকশনগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

গাজরে উপস্থিত ভিটামিন ও মিনারেল	
ভিটামিন 'এ'	১২,০০০ আই ইউ
ভিটামিন 'বি', থিয়ামিন বি	.০৬ এম জি
রাইবোফ্লোবিন	.০৬ এম জি
নিয়াসিন	.৫ এম জি
ভিটামিন 'সি'	৫ এম জি
ক্যালসিয়াম	৩৯ এম জি
আয়রন	.৮ এম জি
ফসফরাস	৩৭ এম জি
ফ্যাট	০.৩ জি এম
কার্বহাইড্রেটস	৯.৩ জি এম
প্রোটিন	১.২ জি এম
ক্যালোরি	৪২

৬. দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে গাজরের তুলনা নেই।

৭. মনোসংযোগ বাড়াতে গাজরের উপাদানগুলি যথেষ্ট সহায়তা করে।

৮. ব্লাডসুগারের সমতা রক্ষা করে গাজর।

৯. স্থূলত্ব প্রতিরোধে গাজরের জুস বা গাজর খাওয়া উচিত।

১০. আমাদের কিডনিকে সুস্থ রাখে গাজর।

এছাড়া রক্তকে শুদ্ধ করা, চোয়াল সমস্যার সমাধান, অ্যালজাইমার, আলসার সারাতে গাজরের ভূমিকা অসামান্য।

গাজর ব্যবহার কতটা উপযোগী :

শক্তি উৎপাদনকারী ও রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য গাজর। গাজর আমরা সরাসরি কাঁচা খেতে পারি। সেই সঙ্গে গাজরের জুসও খাওয়া যায়। যার ফলে আমাদের ক্লান্তি কমে ও এনার্জি পাই।

গাজরের স্যুপ (বাড়িতে তৈরি) ডাইরিয়ার জন্য দারুণ উরকারী। কারণ, আমাদের শরীরের ভেতরের ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে।

কোনো ক্ষত স্থানে কাঁচা গাজরের টুকরো লাগালে তা দ্রুত সেরে যায়।

ত্বকের জন্য গাজরের রস উপাকারী

গাজরের রস আমাদের শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। দিনে যদি দু'গ্লাস গাজরের রস খাওয়া যায়, তাহলে ৭০ শতাংশ ইমিউনিটি বাড়ে। এই জুস অনেক মিনারেলস সমৃদ্ধ। গাজরের রসের সঙ্গে যদি পালং শাক অথবা বিটের রস যোগ করা যায় তবে সেটি আরও উপাদেয় হয়। যদি ত্বকে কোনো সমস্যা থাকে তাও সেরে যায়। এছাড়া গাজরকে রেফ্রিজারেটরে রাখা উচিত। যদি গাজরকে খোলা এবং ঘরের তাপমাত্রায় রাখা হয়, তাহলে গাজরের মধ্যে মিষ্টি রসের পরিমাণ উপযুক্ত মাত্রায় পাওয়া যাবে না।

সবসময় গাঢ় রংয়ের গাজর খাওয়া উচিত। কারণ তার মধ্যে ক্যারোটিন বেশি থাকে এবং যা থেকে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। গাজর কাঁচা চিবিয়ে খাওয়া সবথেকে উপকারী। যদিও সেদ্ধ করে গাজরও খাওয়া বেশ ভালো। সুতরাং নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে ক্যান্সার ও হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে দূরে থাকতে হলে গাজরকে নিত্য সঙ্গী করুন। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তিতে মহাসম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২৯ জানুয়ারির সন্ধ্যায় কলকাতার মহাজাতি সদনে 'মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পন্থ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন বাস্তবিকই মহাসম্মেলন হয়ে উঠেছিল। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী বলেন, যুগাচার্য প্রণবানন্দ মহারাজ মহাজাগরণের ডাক দিয়েছিলেন। আজকের এই উপস্থিতিই তাঁর ডাকের সার্থকতা প্রমাণ করছে। সেবা ও শিক্ষার মাধ্যমে সঙ্ঘ দেশ ও

জাতির কল্যাণে কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘের বিভিন্ন আশ্রমে প্রায় ৫০০০ জনজাতি ছাত্র পড়াশোনা করছে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সর্বলোকানন্দ, গৌড়ীয় মিশনের সম্পাদক ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ রাঙাঠাকুর, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুরের স্বামী বেদানন্দ মহারাজ, প্রণব কন্যা সঙ্ঘের সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী, শ্রীমৎ বৃন্দাবনবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা, শ্রীগোপাল ক্ষেত্রী, শ্রীগুরু সঙ্ঘের ধ্রুবানন্দ সরস্বতী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক পূজ্য বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. শান্তিনাথ ঘোষের পরিচালনায় যুগাচার্য প্রণবানন্দজীর জীবনী অম্বলম্বনে 'সুরভারতী' গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ।

তাজপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের সঙ্ঘ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও প্রসাদস্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ১৫ জানুয়ারি হাওড়া জেলার তাজপুরে তাজপুর অ্যাথলেটিক ক্লাব ও শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের যৌথ উদ্যোগে পল্লীপ্রাণ সমাজসেবী প্রসাদ চক্রবর্তীর পুণ্য স্মৃতিতে আয়োজিত প্রসাদ স্মৃতি ফুটবল প্রতেযোগিতার ২৮তম বর্ষের চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত

সমাবেশ সমাচার

হয় তাজপুর অ্যাথলেটিক ফুটবল মাঠে। আমতা-জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত এই খেলায় আমতা স্পোর্টিং ক্লাব খালনা কালীমাতা ক্লাবকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাংসদ সুলতান আহমেদ, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, বর্তমান ফুটবলার শিলটন পাল ও হাওড়ার প্রবাদপ্রতিম সমাজসেবী অসিত চ্যাটার্জী-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

খেলা শুরুর পূর্বে শতাব্দী প্রাচীন ফুটবল ক্লাবের নবনির্মিত সঙ্ঘ ভবনের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন সাংসদ সুলতান আহমেদ। সঙ্ঘ ভবন তাঁরই সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থে নির্মিত। তিনি তাঁর উন্নয়নের জন্য আরও অর্থ প্রদানের আশ্বাস দেন এবং এবিষয়ে তাজপুর ও কুশবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতকে যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউট চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলার পিছাখালি শ্যামাপ্রসাদ শাখার কার্যবাহ অসিত সরদার গত ১৬ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার সময় বাড়ি থেকে দু' কিলোমিটার দূরে বাস অ্যাক্সিডেন্টে প্রাণ হারান। মাত্র ২৭ বছরের জীবনে ১৭ বছর সঙ্ঘায়ু, প্রাথমিক শিক্ষণপ্রাপ্ত অসিতের এহেন মৃত্যুতে তার মা, দুই দাদা, দুই বৌদি, দুই দিদি, দুই ভাইপো-সহ তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও স্বয়ংসেবকরা মর্মাহত।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ সেবা সম্মান

গত ২৮ জানুয়ারি কলকাতার শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে ৩১তম 'বিবেকনন্দ সেবা সম্মান' অনুষ্ঠিত হয় বড়বাজারের অসোয়াল ভবনের সভাগৃহে। এবছর সম্মান প্রদান করা হয় উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের 'বরদান সেবা সংস্থান'-এর সচিব কমলেশ কুমারকে। হরিয়ানার রাজ্যপাল ক্যাপ্টেন সিংহ শোলাঙ্কি শ্রীকুমারকে শাল, শ্রীফল, মানপত্র এবং এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে সমাদৃত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান বল্লভভাই শর্মা। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বীরভূমের লোকপুরে 'শ্রদ্ধা'র সম্মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে, বীরভূম জেলার লোকপুর নগরে ৮৪ থেকে ১০০ বছর ৯ জন সহস্রপূর্ণচন্দ্র দর্শন ধন্য ও ধন্যাদের শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে বিনম্র সম্মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। বিকেল ৪টায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন দক্ষিণ বীরভূম জেলার সঙ্ঘচালক তোলারাম মণ্ডল। যাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা

হয়, তাঁরা হলেন— জয়দেব দত্ত, শ্রীমত্যা টেপোবালা চৌধুরী, শ্রীমত্যা গেনুবালা দাসী, ভৃগুরাম পাল, শ্রীমত্যা চামেলী গঁড়াই, রামপদ গঁড়াই, শ্রীব্রজগোপাল দত্ত, লক্ষ্মীকান্ত শীল, শ্রীমতী সরস্বতী দত্ত। এঁদের হাত-পা ধুইয়ে পূজন করেন শ্রদ্ধার সদস্যা কুমারী শুভ্রা ঘোষ। সকলকে মাল্যদানে ভূষিত করেন প্রশান্ত রায়, জগবন্ধু ব্যানার্জী, সাধন দত্ত। গীতা, উত্তরীয়, ফল, মিষ্টান্ন অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন মিঠু দত্ত। পুষ্প, চন্দন দিয়ে স্বাগত জানায় কুমারী অঙ্কিতা দত্ত। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন লোকপুরের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা প্রশান্ত রায় ও সাধন দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ ননীলাল সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য বরুণ গড়াই। শ্রদ্ধেয়দের আরতি করে বরণ করেন শিশুমন্দিরের দিদিভাই শ্রমতী টিঙ্কু নন্দী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বসিরহাট নগর সেবাপ্রমুখ মিঠুন মল্লিক গত ২৪ জানুয়ারি তাঁর শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধন প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্রের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাপ্রচারক তাপস গড়াই, জেলা কার্যবাহ রবিশঙ্কর পাল, শিক্ষক সঙ্ঘের আলোক চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার কাটোয়া খণ্ড সেবাপ্রমুখ প্রিয়ব্রত ঘোষের শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে ২৬ জানুয়ারি তার মা কৃতাঞ্জলি দেবী মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা প্রচারক বিশ্বজিৎ দাসের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ পূর্ণেন্দু দত্ত, জেলা শারীরিক প্রমুখ তন্ময় মুখার্জী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ খণ্ডের গোঁসাইডিহি শাখার স্বয়ংসেবক কমল মাহাতর শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর পিতা।

গাজোলে সংস্কার ভারতীর ভারতমাতা পূজা

মালদা জেলার গাজোল সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে ভারতমাতা পূজা অনুষ্ঠিত হয় ২৬ জানুয়ারি ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভ সন্ধ্যায় চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তীর বাসগৃহে। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গের প্রান্ত সঙ্গীত প্রমুখ শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী। সমবেত সঙ্গীতে সুর মেলান পরেশ চন্দ্র সরকার, চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী রাজা কুমার উইল, অজয় নন্দী, বলরাম মহন্ত, ঋতব্রত অগণ্ডি, অমল চন্দ্র সরকার, পুষ্প সরকার, পপি দাস, পুনম সরকার, শিশুশিল্পী তনুশ্রী দাস ও মৌটুসী সরকার। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দূরদর্শন ও বেতার শিল্পী শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তীর কণ্ঠে গান। এই শুভ সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সভাপতি অনন্ত কুমার সরকার। বক্তব্য রাখেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী এবং নিখিল মজুমদার। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতীর জেলা সম্পাদক পরেশ চন্দ্র সরকার।

মালদায় ভি এইচ পি-র ভারতমাতা পূজা

গত ২৬ জানুয়ারি মালদহ জেলার কোতোয়ালি অঞ্চলের টিপাজানি মোড়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ভারতমাতা পূজা ও সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ৪০০ জনের মোটর বাইক ও সাইকেল শোভাযাত্রা কোতুয়ালি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। স্থানীয় যুবকেরা জয় শ্রীরাম, ভারতমাতা কী জয় ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত ও ললিত মোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল।

কৈচরে কিষাণ সঙ্ঘের ভারতমাতা পূজা

গত ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট খণ্ডের উদ্যোগে ভারতমাতার পূজা হয়। এদিন সকালে খণ্ডের কার্যকর্তারা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে সমবেত হয়ে বিভিন্ন রকমের বাজনা এবং বনবাসী নৃত্য-সহ শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন এলাকায় পরিক্রমা করে। তারপরই জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অজিত বারিক দীপ প্রজ্বলন করে ভারতমাতার চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। সকলেই একে একে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। কিষাণ সঙ্ঘের পক্ষে বক্তৃতা দেন অজিত বারিক। সাত শতাধিক নর-নারী বসে প্রসাদ গ্রহণ করে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়। কার্যক্রমটি তত্ত্বাবধান করেন কিষাণ সঙ্ঘের জেলা কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ কুমার বন্ধু।

মালদায় সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ২৬ জানুয়ারি মালদা নেতাজী সুভাষ রোডের সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্থানীয় বৃন্দাবনী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় । প্রতিযোগিতায় শিশু মন্দিরের ভাই-বোনদের ক্রীড়া প্রদর্শন করবার জন্য সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিবেকানন্দ মণ্ডল। প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শারীরিক শিক্ষক গৌতম দাস। খেলার শেষে 'যেমন খুশি সাজো' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেষে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যালয় কেশব ভবনে জাতীয় পতাকা তুলছেন সহ-সরকার্যবাহ ভি ভাগাইয়া।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়ানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা জেলার পূর্বতন সঙ্ঘচালক মোহন চট্টোপাধ্যায় গত ১৯ জানুয়ারি তাঁর পুত্র সৌভিক চট্টোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্তের হাতে। শ্রী দত্ত মঙ্গলনিধি বাঁকুড়া জেলা সেবা ভারতীর তহবিলে প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাগ প্রচারক বিজয় পাতর, প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

শ্রদ্ধানিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা কার্যবাহ মৃণালকান্তি কালি তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন মেদিনীপুর জেলা সেবাপ্রমুখ দীপক কুমার সাহুর হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা প্রচার প্রমুখ বিনয় সিদ্ধান্ত-সহ বহু কার্যকতা উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়দা দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৮ জানুয়ারি কলকাতা বিডন স্ট্রিটের মাতুলালয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। উল্লেখ্য, তিনি আসানসোল আদালেতের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ছিলেন। তিনি ২ ভাই, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বিজেপির কার্যকর্তা নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৯ ডিসেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও জামাতা এবং নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি কয়েক বছর সঙ্ঘের প্রচারক রূপে কাজ করেছেন।

পরলোকে কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জ্ঞানেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

''জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে?''

গত ২২ জানুয়ারি রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় সংসাররূপী বিদেশের পাট চুকিয়ে নিজ নিকেতনের উদ্দেশে সজ্ঞানে যাত্রা করলেন সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত কলকাতার অন্যতম প্রবীণ স্বয়ংসেবক জ্ঞানেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। টালিগঞ্জের পশ্চিম পুটিয়ারি অঞ্চল শাখার জ্ঞানদাই বিজেপির জ্ঞানদা। শেষ জীবনে তিনি কলকাতার শিরিটি অঞ্চলের পৌষালী হাউসিংয়ে বসবাস করতেন। সেখানেও তিনি সকলের প্রিয় এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। দেশভক্ত, স্বধর্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান, হিন্দুত্ববাদী, পরোপকারী, ধুতি-পরিহিত, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ স্বয়ংসেবক, আদর্শ বাঙালি, ভদ্রলোক হিসেবে এলাকায় তিনি বহুল পরিচিতি ছিলেন।

পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বিখ্যাত কলসকাঠী গ্রামের সংলগ্ন 'বেবাজ' গ্রামে জন্ম। ১৯৫০ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু বিতারণের জন্য পরিকল্পিত দাঙ্গার বলি হিসেবে পিতামাতার সঙ্গে কলকাতায় আগামন। সেবছরই দাদা-ভাইদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উল্টাডাঙ্গা শাখায় যোগদান। সেই থেকে আমৃত্যু নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে দুই বিষয়ের এমএ, বি টি। আজাদগড় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ। তৎকালীন মন্ত্রী প্রশান্ত সুরকে ধরে টালিগঞ্জ পোলট্রির কাছে স্কুলের জন্য জমি আদায় করে, ম্যুর অ্যাভেনিউর ব্যবসায়ীদের ধরে উদ্বাস্তু ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় ভবনের অর্থ জোগাড় করে বেড়ার ঘরের বিদ্যালয় থেকে বিশাল অট্টালিকায় পরিণত করার জন্য আজাদগড়বাসী আজও 'জ্ঞানবাবু স্যারকে' শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

ছাত্র অবস্থায় বেশ কয়েকবার পূজার ছুটিতে বিস্তারক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে শাখা শুরু করেছেন। গরমের ছুটিতে সঙ্ঘের শিক্ষা বর্গে শিক্ষক প্রবন্ধক হিসেবে পূর্ণ সময় কাজ করেছেন। বিএ পরীক্ষার পর মালদহ জেলার বুলবুল চণ্ডীতে বিস্তারক হিসাবে যান। তখন তিনি স্বর্গীয় তপন সিকদারকে শাখায় আনেন।

'জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার পর সঙ্ঘের পরিকল্পনায় জ্ঞান ব্যানার্জীকে কলকাতায় জনসঙ্ঘের কাজের জন্য দেওয়া হয়। তিনি কলকাতা মহানগর জনসঙ্ঘ কমিটির জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পান। সে সময় কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে জনসঙ্ঘের ৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। জ্ঞান ব্যানার্জী মান্যবর অটলজী এবং আদবানীজীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁরা দু-জনেই তাঁর বাড়িতে এসেছেন। জনসঙ্ঘ আমলে তিনি কলকাতার বৌবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয় সিংহ নাহারের বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন। বিজেপির আমলে দক্ষিণ কলকাতার পার্লামেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। আমৃত্যু তিনি বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। জনসঙ্ঘ আমলে যাবতীয় সর্বভারতীয় আন্দোলনে যোগদান করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, গুজরাটের কচ্ছের রান সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি প্রাক্তন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর অনুজ। তিনি স্ত্রী, একমাত্র কন্যা এবং এক দৌহিত্র, আত্মীয় পরিজন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

শব্দরূপ-৮২১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

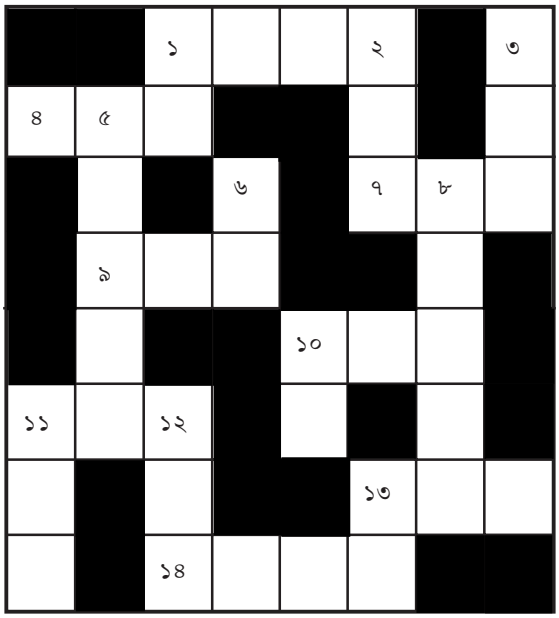

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. স্বামীর বড় ভাইয়ের ছেলে, **৪.** সিঁড়ি, **৭.** আপত্তি; মিথ্যা অজুহাত, **৯.** বাঘ, **১০.** বায়ু, **১১.** গরুড়-জননী, **১৩.** পবনপুত্র হনুমান, **১৪.** পূজা-স্বস্ত্যয়নাদির শেষে যে মন্ত্রপূত জল গায়ে ছিটানো হয়।

উপর-নীচ : ১. ছল; কৃত্রিম আচরণ, **২.** টিকাকরণের মাধ্যমে শিশুদের এই বিকলাঙ্গতা রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে, **৩.** পুরাণোক্ত তৃতীয় যুগ, **৫.** ইন্দ্র, **৬.** এটা পাকলে কাকের কী? **৮.** মুনি বিশেষ; সর্পদেবী মনসার স্বামী, **১০.** কুস্তিগির, **১১.** দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের তিথি, **১২.** কৌতুক, মজা, **১৩.** পণ্যদ্রব্য।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১৮
সঠিক উত্তরদাতা
সায়ন চৌধুরী
অরবিন্দ পার্ক, মালদহ
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

আ	গ	র	ত	লা	■	■	শ্রী
গ	■	■	রা	গ	■	■	ম
ম	■	■	ই	স	■	স	ন্ত
নী	ল	■	■	ই	লো	রা	■
■	লি	খ	ন	■	■	ই	তু
সী	তা	■	জ	মা	■	■	লা
ম	■	■	রা	ধা	■	■	দা
ন্ত	■	■	না	ই	ট্রো	জে	ন

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮২১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

A FAST TRANSPORT SYSTEM SALUTES A GREAT REPUBLIC

Celebrating 68th Republic Day

- Special cleanliness drive to achieve the goal of "Swachh Bharat"
- 105 kms of new routes under construction
- Suppress the urge to cross the YELLOW LINE. We care for your safety
- Safety and quality are our TOP PRIORITIES

Metro Railway thanks its commuters who have helped in keeping it neat and clean for more than 32 years

- More services on special occasions
- Safety first is safety always

INDIAN RAILWAYS

METRO RAILWAY, KOLKATA

Kolkata's Pride

Where service is a way of life

PPS

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য বিজ্ঞানী ভাটকর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য হলেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী বিজয় পাণ্ডুরঙ্গ ভাটকর। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করেন। আমেরিকা ভারতকে সুপার কম্পিউটার বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় তিনিই ভারতের প্রথম সুপার কম্পিউটার তৈরি করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রী ভাটকর বিজ্ঞান ভারতীর সর্বভারতীয় সভাপতি। প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি এবং কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কমিটির সদস্য হিসাবেও কাজ করেছেন। ১৯৯৮-এ অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের আই টি টাস্ক ফোর্স গঠিত হলে তিনি সেই টাস্ক ফোর্সেরও সদস্য ছিলেন। শ্রী ভাটকর ২০০০ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন।

পদ্মসম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৭-র সাধারণতন্ত্র দিবসে ৮৯ জন পদ্ম সম্মানে ভূষিত হলেন। গত ৬৩ বছরে ৪০০০ জন পদ্ম সম্মানে

পেয়েছেন। পদ্ম সম্মানের তিনটি পর্যায়— পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী।

১৯৭২ সালে এই সম্মানে সর্বাধিক ভূষিত হয়েছিলেন ১৪৮ জন। এযাবৎ ৩০০ জন পদ্মবিভূষণ, ১২৩২ জন পদ্মভূষণ এবং ২৮৪১ জন পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন। রাজ্য অনুসারে সর্বাধিক পদ্মসম্মান লাভ করেছে দিল্লী, মোট ৮০৩টি। দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র, ৭৬৪টি। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ২৬৭টি পদ্ম সম্মান। এযাবৎ কলা বিভাগে ৯৫২, সাহিত্য ও শিক্ষায় ৮৭২, চিকিৎসায় ৫৪৬, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ৪৯৭ এবং সামাজিককর্মে ৪২৮ জন সম্মান পেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এযাবৎ ভারতরত্ন সম্মানে ৪৫ জন ভূষিত হয়েছেন।

ডার্ক নেট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেরলে ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর এজেন্ট আবদুল রসিদ তার মদতদাতাদের সঙ্গে অদৃশ্য ইন্টারনেট প্রোজেক্ট বা 'ডার্ক নেট'-এর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত বলে সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) এক তদন্তে উঠে এসেছে। ডার্ক নেট এমন এক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যাতে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত এবং প্রধানত অবৈধ যোগাযোগের জন্য এই পদ্ধতি সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। রসিদ গত বছর তার ২০ জন সঙ্গীকে নিয়ে আই এস-তে যোগ দেওয়ার জন্য আফগানিস্তানে পালিয়ে যায়।

পরীক্ষা দিন হাসিমুখে : ছাত্রছাত্রীদের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যেসব কথা সাধারণত পেশাদার মনোবিদদের মুখে শোনা যায়, মন কী বাত অনুষ্ঠানে সেই কথাই শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি 'পরীক্ষাকে' 'আনন্দের' সঙ্গে গ্রহণ করতে বলেন। পরামর্শ দেন যাতে পরীক্ষা কখনই চাপের কারণ না হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, 'ভালো নম্বর পেতে হলে হাসিমুখে পরীক্ষা দিতে হবে।' সামনেই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। যেসব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবেন তাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কখনও কখনও আমরা স্কুল-কলেজের পরীক্ষাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে ব্যর্থ হই। পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জীবনমরণের নিয়ন্তা। পরীক্ষা দেওয়া ছাড়াও আপনাদের জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটবে।

জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার বিচারে তারাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত সাফল্য বা ব্যর্থতা কখনোই শুধুমাত্র পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছিল তার ওপর নির্ভর করে না। এটা একটা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। আপনাদের তা কাটিয়ে উঠতে হবে।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
6 February - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com

Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।